যোগসূত্র

৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)

৯ মার্চ - ৭ মে ২০১৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)
৯ মার্চ - ৭ মে ২০১৪

সম্পাদনায়:

মো. অলিউল্লাহ

উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্যুভেনির কমিটি সদস্যবৃন্দ:

১. মো. অলিউল্লাহ, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-আহবায়ক
২. মোঃ নবীরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-সদস্য
৩. মোঃ মুশফিকুর রহমান, উপ-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য
৪. ড. মোহাঃ শাহ্ আলম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (উপ-সচিব),রাজশাহী ওয়াসা-সদস্য
৫. এম মোনওয়ারুল করিম তালুকদার, কমান্ডার, বি এন, বি এন ডকইয়ার্ড, চট্টগ্রাম-সদস্য
৬. ড. মুহাঃ বশিরুল আলম, চীফ এস্টেট অফিসার (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ:

মোঃ হেমায়েৎ হুসেন

উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ডিজাইন:

মোঃ মহসিন রেজা (সোহাগ)

০১৭১৯৩৩৭৭৬৮

মোঃ খলিলুর রহমান

০১৭২১৬৮২৩২৭

মুদ্রণ:

রূপান্তর এ্যাডভারটাইজিং

১১০, আলিজা টাওয়ার (২য় তলা), ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল : rupantar_shamar@yahoo.com

+৮৮-০২-৭১৯৫৩৮৯, ০১৭২৬-২৯৩৮৮১

বাণী

রেক্টর
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৯৪তম ব্যাচের উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এধরনের প্রকাশনা প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই নয়, বরং এটি প্রশিক্ষণার্থীগণের নিজেদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে থাকে।

দুই মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণের পেশাগত জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন এবং পরিবর্তনশীল জনপ্রশাসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে। একাডেমিক এবং কার্যভিত্তিক, উভয়ক্ষেত্রে নতুনত্বের বিষয় এ প্রশিক্ষণে গুরুত্ব পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, অনুঘটক হিসেবে যা তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীগণকে উন্নত এবং দ্রুত সেবা প্রদানে সাহায্য করবে।

পরিশেষে আমি বিশ্বাস করি প্রশিক্ষনার্থীগণের জন্য এই প্রশিক্ষণ সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। এধরনের প্রকাশনা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার

কোর্স উপদেষ্টার আশির্বাদ

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট সময়টুকু শেষ হতে চল্লো। চলে যাওয়ার ঘনঘটায় বিমর্ষ করে তুলছে সকলকে। সময়ের ছকে বাঁধা কোর্সের ঠাসবুনন, আমার প্রিয় সহকর্মীদের মননশীলতাকে অবদমিত করতে পারেনি প্রতিকূল অবস্থার মাঝে ও তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছে। "আমরাও পারি"। দেখে আমি অভিভূত। আপনাদের খন্ডকালীন উপস্থিতি আমাদের করেছে মহিমান্বিত আবেগ আপ্লুত। "যোগসূত্র" এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সৃজনশীল প্রতিভার চিহ্ন। এক একটা যাওয়া বার বার ফিরে আসার বাণী রেখে যায়। দেশমাতৃকার সেবার যে ব্রত আপনারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা শানিত করবার প্রেরণায় আমরা আবার মিলিত হবো। আমরা বারবার মিলিত হবো দেশমাতৃকার প্রয়োজনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা। "যোগসূত্র" হয়ে থাকুক আমাদের সকলের মাঝে সেতুবন্ধন। বন্ধুত্বকে অটুট রাখার এ প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই, এর সাফল্য কামনা করি। মহান বিধাতার কাছে প্রার্থনা জীবনের চলার পথ সুখময় হোক।

ফেরদৌস আখতার
এমডিএস ও কোর্স উপদেষ্টা
৯৪ তম এসিএডি, বিপিএটিসি
সাভার, ঢাকা।

কোর্স পরিচালকের শুভেচ্ছা

মুখগুলো সব চেনা চেনা। কতোটা বছর পর সমবেত হলো তারা। কতোদিন পরে এই ফিরে পাওয়া। দুটো মাস আমরা মত বিনিময় করলাম। তাদের বাস্তব কাজের সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার সাথে মিশে ঘটলো আরো এগিয়ে যাওয়ার কাঙ্খিত প্রজ্ঞার। নতুনরূপে উদ্ভাসিত হলো আপন মুখগুলো। আমি আনন্দিত হলাম, এ আনন্দ বুঝাবার নয়, অনুভবের।

স্মৃতিকে অমরতা দানের প্রত্যাশা চিরকালের। **'যোগসূত্র'** আমাদের স্মৃতিগুলো বাঁচিয়ে রাখবে অনেক দিন। আমি এর সাফল্য কামনা করি।

একেএম এনামুল হক
পরিচালক, বিপিএটিসি ও কোর্স পরিচালক
৯৪ তম এসিএডি, সাভার, ঢাকা।

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) আয়োজিত ২ মাস মেয়াদি ৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী (এসিএডি) সরকারের ৩০ জন উপ-সচিব/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে চমৎকার সেতুবন্ধন ও "যোগসূত্র" রচনা করেছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা একে অপরের অনেক কাছাকাছি এসেছি, জেনেছি নিবিড়ভাবে। জমেছে অনেক স্মৃতি, অনেক ভালবাসা ও আন্তরিকতা। আর মনে রাখবার মতো অনেক ঘটনা। আমরা প্রশিক্ষণকালীন মিথস্ক্রিয়ায় পরস্পর হয়ে ওঠেছি অনেক আপনজন হিসেবে। স্মৃতিগুলো হৃদয়ে অম্লান করে রাখার, মুখগুলো সামনের দীর্ঘ সময় মনে রাখার আশাতেই স্মরনিকা প্রকাশের এ প্রয়াস।

বিপিএটিসি আমাদের অতি আপন, অতি প্রিয় জায়গা। এখানে ২০ থেকে ২৫ বছর আগে চাকুরির শুরুতে আমরা বিচরণ করেছি বুনিয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে। সে দিনের স্মৃতিগুলো আমাদের অন্তরে আজও অম্লান। এতদিন পরে এই সবুজ, ফুলেল ও মনোরম অঙ্গনে নতুনভাবে আগমনের সুযোগ করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জানার সুযোগ করে দিয়েছে এ কোর্সের Themetic বিষয় 'Visible Governance' এর নানা দিক যা আমাদের জ্ঞানকে করেছে শাণিত, ঋদ্ধ, সোনার বাংলা বিনির্মানে স্বপ্নচারী।

এখানে এসে আমরা যে কখন হারিয়ে গেছি সেই পুরাতন দিনে, তা জানি না। ভোরে ওঠে শরীরচর্চা, প্রশিক্ষণ কক্ষে বিভিন্ন অধিবেশন, সম্প্রসারিত বক্তৃতামালা, রসনাবিলাস, ক্রীড়া-নৈপূণ্য, কোর্স প্রশাসনের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, লাইব্রেরিতে ব্যস্ততা, দলগত কাজ, এসাইনম্যান্ট তৈরি, আড্ডা এইসব নিয়ে আমাদের দিনরাত্রি। সবকিছুরই সমাহার এই 'যোগসূত্র'। আমাদের এ প্রয়াস জীবন স্মৃতির একটা অধ্যায়।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে চলমান বিশ্বের সাথে মিল রেখে ১৮টি মড্যুল সমৃদ্ধ এই প্রশিক্ষণ কোর্স জন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, প্রশাসনিক সংস্কার, সরকারের নীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর যুগোপযোগী জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। এ কোর্স পরিচালনায় কেন্দ্রের রেক্টর মহোদয় থেকে শুরু করে শ্রদ্ধাভাজন অনুষদ সদস্যবৃন্দ, কোর্স প্রশাসনসহ যারা যুক্ত, তাদের সকল প্রচেষ্টা, ঐকান্তিকতা ও সার্বিক সহযোগিতা আমাদের মুগ্ধ করেছে, অনুপ্রানিত করেছে জনসেবায় আরো নিবেদিত হওয়ার, আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে জড়িত বিপিএটিসি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বল্প সময়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ সত্যিই দুরূহ তবে এ কাজে আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেয়ায় স্মরণিকাটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। আমি তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই স্মরনিকায় অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ক্রটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলের সুন্দর জীবন ও কল্যাণ কামনা করছি।

মো. অলিউল্লাহ
আহ্বায়ক, স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)

কোর্স ম্যানেজমেন্ট

৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)

৯ মার্চ - ৭ মে ২০১৪

কোর্স উপদেষ্টা

ফেরদৌস আখতার

কোর্স পরিচালক

এ কে এ এনামুল হক

কোর্স সমন্বয়ক

এ এফ এম আমির হোসেন

কোর্স সমন্বয়ক

তানজুর আহমেদ জোয়ার্দার

রেক্টর ও কোর্স ম্যানেজম্যান্টের সাথে ৯৪ তম এসিএডি'র প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে ৯৪তম এসিএডি'র স্যুভেনির কমিটি

কোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে ৯৪তম এসিএডি'র মেস কমিটি

কোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে ৯৪তম এসিএডি'র সাংস্কৃতিক কমিটি

কোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে ৯৪তম এসিএডি'র ক্রীড়া কমিটি

Participants Profile

প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তান্ত

নাম	:	**মোঃ লাইসুর রহমান**
জন্ম তারিখ	:	২১/১০/১৯৬২ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	ও পজেটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ৮ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি এস এস (সম্মান), এমএসএস (লোক প্রশাসন)
বর্তমান কর্মস্থল	:	তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	১৩, গ্রীন কর্নার, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ কনুয়া, ডাকঘরঃ সেতাবগঞ্জ উপজেলা/থানা ঃ বাচাগঞ্জ জেলাঃ দিনাজপুর
স্ত্রীর নাম	:	শায়লা হক শাম্মী
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	সানজিদা রহমান, ০৪/০২/১৯৯৭ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৫০৭৮৭ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১২-২৪২৪৪৫
ই-মেইল	:	laisur@yahoo.com

নাম	:	**মোহাম্মদ জাকের হোসাইন**
জন্ম তারিখ	:	১৮ অক্টোবর ১৯৬৪
রক্তের গ্রুপ	:	ও (-) নেগেটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ৯ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি.এ (অনার্স), এম.এ. (ইংরেজী)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম
পদবি	:	সচিব (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	বাসা নং ই/৪, অফিসার্স কোয়ার্টার (এম.এ. আজিজ স্টেডিয়ামের পশ্চিমে), চট্টগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ মাতারবাড়ি, ডাকঘরঃ মাতারবাড়ি উপজেলাঃ মহেশখালি, জেলাঃ কক্সবাজার
স্ত্রীর নাম	:	মিসেস নাহিদা পারভীন চৌধুরী
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	ইরতিজা বিন হোসাইন (আবতাহি) ১৮ আগস্ট আতকিয়া বিন্‌তে হোসাইন (উর্বনা) ১৪ আগস্ট
টেলিফোন নম্বর	:	০৩১-৬১৯১৮০ (বাসা), ০৩১-৬৮২০৯৬ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭২০-৮১১৯৮৬
ই-মেইল	:	mohammedzakerhossain@gmail.com

নাম	:	**মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা**
জন্ম তারিখ	:	০১/০৭/১৯৬৫ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	বি পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১০ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. কম (অনার্স), এম. কম.
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র
পদবি	:	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বর্তমান ঠিকানা	:	সাদিয়া ভবন, বাসা নং-২৩৬, রাস্তা নং-৪ মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ জাখনী, ডাকঘরঃ কাশেমাবাদ উপজেলা/থানা ঃ হাজিগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর
স্ত্রীর নাম	:	শিউলী আক্তার
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মোঃ তৌফিক শাওন, ১৩.১০.১৯৯৬ খ্রিঃ সিয়াম-অর-রশিদ, ২৩.০৬.২০০১ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯৩৩১২১৭ (অফিস), ৮১০১১১২ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১১-৯৬৬০১৯
ই-মেইল	:	harun_171965@yahoo.com

নাম	:	**জিল্লুর রহীম শাহরিয়ার**
জন্ম তারিখ	:	১১/০৫/১৯৬৪ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন), ১০ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি এস সি (সম্মান), এমএসসি (রসায়ন)
বর্তমান কর্মস্থল	:	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	৩/১০ বেইলী স্কয়ার, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ ১৪১/১ নবাবরোড, ডাকঘরঃ সিলেট-৩১০০ উপজেলা/থানাঃ সদর উপজেলা, জেলাঃ সিলেট
স্ত্রীর নাম	:	হুসনে আরা ইয়াসমীন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মাহদী ইবনে শাহরিয়ার মায়িশা মারিয়ম
মোবাইল	:	০১১৯৯৩১৫৩৬০
ই-মেইল	:	jrshahriar@gmail.com
মন্তব্য	:	"Duty towards God, Duty towads Parents and Duty towads Mankind".

নাম	:	**মোঃ জাহিদুল ইসলাম**
জন্ম তারিখ	:	২৫ এপ্রিল ১৯৬৮ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
চাকুরীতে যোগদান	:	২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ খ্রিঃ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম এ (ইংরেজী), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এমবিএ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মাস্টার্স ইন পাবলিক পলিসি (এমপিপি) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন।
বর্তমান কর্মস্থল	:	ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
পরিচিতি নম্বর	:	৫৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা	:	উপ-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ শুকতাইল, ডাকঘরঃ শুকতাইল উপজেলাঃ গোপালগঞ্জ সদর, জেলাঃ গোপালগঞ্জ
স্ত্রীর নাম	:	রহিমা খাতুন ময়না
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	জান্নাতুল ইসলাম মীম, ৯ নভেম্বর। ফাতেমাতুজ জোহরা জ্বীম, ২৫ জুন। মোঃ ইয়াসীন, ১লা অক্টোবর।
টেলিফোন নম্বর	:	০২-৯৫৪৯২৫৩
মোবাইল	:	০১৭১৬-৮৮৬৪৭১
ই-মেইল	:	zahid5989@yahoo.com
মন্তব্য	:	আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। দেশ গঠনে, দেশের উন্নয়নে আমরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যেতে চাই।

নাম	:	**মোঃ অলিউল্লাহ**
জন্ম তারিখ	:	০৩ মার্চ
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. কম (অনার্স), এম. কম.(ফার্স্টক্লাস), এম.এ (উন্নয়ন অধ্যয়ন, হল্যান্ড) এম.এ (সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, যুক্তরাজ্য), এমবিএ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (Macroeconomic Analysis)
বর্তমান কর্মস্থল	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	ব্রুকসডেল, ৪/১/বি, ফ্লাট নং এ/১, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৯।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ খাককান্দা, ডাকঘরঃ ভুরভুরিয়া উপজেলা/থানাঃ বাঞ্ছারামপুর, জেলাঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া
স্ত্রীর নাম	:	সাদিয়া চৌধুরী
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	রাফা সাদমান, ০১.০১.২০০০ খ্রিঃ তাসকিন সাদমান, ২৬.০৫.২০০৫ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯১১৫২৭৬ (বাসা), ৯৫৭৪৩০২ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭৪৫-৭০৭২০৯
ই-মেইল	:	ullah_oli@yahoo.com
মন্তব্য	:	পরিশ্রমেই উন্নতি।

ইউএনডিপি'তে কর্মকালীন এক অনুষ্ঠানে
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এর সাথে করমর্দনরত

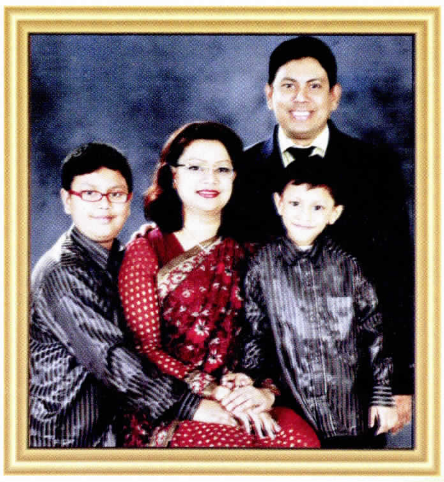

নাম	:	**ড. মোঃ মহিউদ্দিন**
জন্ম তারিখ	:	৫ আগষ্ট ১৯৬৬
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. কম (সম্মান), এম. কম (হিসাব বিজ্ঞান); পিএইচডি
বর্তমান কর্মস্থল	:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ পদুয়া, ডাকঘরঃ পদুয়া উপজেলা/থানা ঃ লোহাগাড়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম
স্ত্রীর নাম	:	সায়েরা জেসমীন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	আবিরা আফনান; ২৫ ডিসেম্বর ২০০২ আদিব ফারহান; ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭
টেলিফোন নম্বর	:	৯৬৬৬০০৯ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৮১৭-৭৬৬৮৫১
ই-মেইল	:	dr.mohiuddin2011@gmail.com

নাম	:	**মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার**
জন্ম তারিখ	:	৩১ অক্টোবর
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসএস (সম্মান), এম এস এস
বর্তমান কর্মস্থল	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
পদবি	:	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	বাসা নং-৫১/৮ রোড নং-১২ পিসিকালচার হাউজিং শেখের টেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ কামদেবপুর, ডাকঘরঃ কামদেবপুর উপজেলা/থানাঃ নলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী
স্ত্রীর নাম	:	জোবায়দা গুলশান আরা
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	আওয়াবীন জয়ীতা; ১৮ সেপ্টেম্বর এমএ শাকরুল জাদীদ; ১৮ সেপ্টেম্বর
মোবাইল	:	০১৭৮৩-৬৬৬১৩০
ই-মেইল	:	awalhawlader@gmail.com

নাম	:	**এ. টি. এম. সিদ্দিকুর রহমান**
জন্ম তারিখ	:	০১-০১-১৯৬৭
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. এসসি. এজি (অনার্স), এমএসএস (অর্থনীতি)
বর্তমান কর্মস্থল	:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	শ্যামাচরণ রায় রোড, ময়মনসিংহ।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ বেলটিয়া, ডাকঘরঃ বেলটিয়া মাদ্রাসা উপজেলাঃ জামালপুর সদর, জেলাঃ জামালপুর
স্ত্রীর নাম	:	হালিমা রহমান
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	সুইটি রহমান সোহানুর রহমান সুপর্না রহমান
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৪৯৫৫১ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭৫৩-৪৯৯৪৬০
ই-মেইল	:	mukut5711@gmail.com

নাম	:	**মোঃ নায়েব আলী মন্ডল**
জন্ম তারিখ	:	০৩ মার্চ ১৯৬৬
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. কম (সম্মান), এম. কম (ব্যবস্থাপনা)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	৪/৬ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ গোপালপুর, ডাকঘরঃ নাজিরগঞ্জ উপজেলা/থানাঃ সুজানগর, জেলাঃ পাবনা
স্ত্রীর নাম	:	ফরিদা পারভীন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	নওরীন ফারহানা নোভা; ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ হাসান ফয়সাল নিলয়; ০৯ সেপ্টেম্বর ২০০২
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৭৭৪২৭ (বাসা), ৯১৮৫০২৩ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১১-১৯৭৬৬৯
ই-মেইল	:	nayebalimonal@gmail.com

নাম	:	**দীপক রঞ্জন অধিকারী**
জন্ম তারিখ	:	১০ সেপ্টেম্বর
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১১তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসসি (সম্মান), এমএসসি
বর্তমান কর্মস্থল	:	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।
পদবি	:	উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	৪৫ কেশবপুর, রাজপাড়া, রাজশাহী।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ বলরামপুর, ডাকঘরঃ মধ্যপল্লী উপজেলা/থানাঃ নড়াইল সদর, জেলা: নড়াইল ।
স্ত্রীর নাম	:	বিউটি অধিকারী
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	অতন্দ্রীলা অধিকারী ; ০১ জানুয়ারী
টেলিফোন নম্বর	:	০৭২১-৭৭৫৯৮৩ (অফিস), ০৭২১-৭৭২৯১৬ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১৮-৬৮৬১৬৬
ই-মেইল	:	dipak5775@yahoo.com

নাম	:	**সৈয়দ রবিউল আলম**
জন্ম তারিখ	:	১৩ জুলাই, ১৯৬৫
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসসি. এজি (অনার্স)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বিভাগীয় অফিস, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর, খুলনা।
পদবি	:	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	বেইজপাড়া মেইন রোড, পূজোর মঠের সামনে, যশোর।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ ১০/১, সুর মোহাম্মদ রোড, ডাকঘরঃ করিমনগর উপজেলা/থানাঃ খুলনা, জেলাঃ খুলনা।
স্ত্রীর নাম	:	রাবেয়া বসরী জ্যোতি
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	১। হিন্দোল; ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৬ ২। রক্তিম; ২২ জুন, ২০০০ ৩। অর্পণ; ১৫ নভেম্বর, ২০০১
টেলিফোন নম্বর	:	০৪১-৭২২৩১১ (অফিস), ০৪১-৭৩১৫৬২ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১১-৯৩৩১৬০
ই-মেইল	:	sohelalam65@gmail.com

নাম	:	**ড. মুহাঃ বশিরুল আলম**
জন্ম তারিখ	:	২০/০১/১৯৬৭ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	পিএইচ.ডি
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
পদবি	:	চীফ এস্টেট অফিসার (পশ্চিম) (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	নাহার ভবন (৩য় তলা), মহল্লাঃ গণকপাড়া, ডাকঘরঃ ঘোড়ামারা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ একবরপুর, ডাকঘরঃ বিনোদপুর উপজেলা/থানাঃ শিবগঞ্জ, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ
স্ত্রীর নাম	:	মোসাঃ সুমাইয়া খাতুন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মৌমিতা আলম তনু, ০৯.১২.২০০০ খ্রিঃ ফাহমিদা আলম অনু, ০১.০১.২০০৪ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	০৭২১-৭৬০৫৮২ (অফিস), ০৭২১-৭৭৬১৭৩ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১৫-৭৮২৬০২
ই-মেইল	:	bashir5906@yahoo.com
মন্তব্য	:	প্রশিক্ষণ উপভোগ করেছি

নাম	:	মোঃ জাহাংগীর হোসেন
জন্ম তারিখ	:	১৯/১১/১৯৬৩ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (সমবায়) ৮ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি. এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজী)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ইউনিট প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	২৬২/৩/বি, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ বিষ্ণুপুর, ডাকঘরঃ মাধবপাষা উপজেলা/থানাঃ কালিয়া, জেলাঃ নড়াইল
স্ত্রীর নাম	:	শাকিলা আকতার
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	লিখন, ৩১.১২.১৯৯৭ খ্রিঃ ঐশী, ৩০.০৬.২০০১ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯১৩৮৫৪২ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১০-৮৫৯৯০৮
ই-মেইল	:	cpeimu2011@gmail.com

নাম	:	**মোঃ নবীরুল ইসলাম**
জন্ম তারিখ	:	৩১/১২/১৯৬৫ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এবি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এমএসসি (এজি) ইন এ্যাগ্রোনমী এমএ (গভর্নেন্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)
বর্তমান কর্মস্থল	:	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পদবি	:	প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	বি-১/ই-৪, মতিঝিল সরকারী কোয়ার্টার, মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ নরেন্দ্রপুর, ডাকঘরঃ নরেন্দ্রপুর উপজেলা/থানাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর
স্ত্রীর নাম	:	আমেনা বেগম
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	আনিকা প্রিয়দর্শিনী মৃত্তিকা, ২৭.১০.১৯৯৯ খ্রিঃ আকাশ আব্দুল্লাহ সিদ্ধার্থ, ২৩.১১.২০০২ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৬০২২১ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১৫-০০৮৪৬০
ই-মেইল	:	bulbul.npbd@yahoo.com

নাম	:	**এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান**
জন্ম তারিখ	:	৩১/০৮/১৯৬৬ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম এস সি
বর্তমান কর্মস্থল	:	বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	ডি-৮, গ্রীন কটেজ, ৬/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ ময়ুরাক্ষী, ডাকঘরঃ নিউ কলেজ রোড উপজেলা/থানাঃ সদর (কোতয়ালী), জেলাঃ বরিশাল
স্ত্রীর নাম	:	জাহেদা পারভীন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	জুহায়ের আজমাইন (বিস্ময়), ১১ এপ্রিল
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৩০৯৫৬ (বাসা), ৯৫৪০১৯৯ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১১-৭৩৪২২৫
ই-মেইল	:	sqzamanp@yahoo.com

নাম	:	**মোঃ সাইদুর রহমান**
জন্ম তারিখ	:	৩১/১২/১৯৬৬ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এবি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি এস সি (সম্মান), এমএসসি
বর্তমান কর্মস্থল	:	দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
পদবি	:	পরিচালক
বর্তমান ঠিকানা	:	বাসা নং-০৪, রোড নং- ০১, ব্লক-বি, সেকশন-১২, পল্লবী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ জিরাবো, ডাকঘরঃ জিরাবো উপজেলা/থানাঃ আশুলিয়া, জেলাঃ ঢাকা
স্ত্রীর নাম	:	লতিফা খাতুন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মোঃ জাওয়াদ বিন সাইদ, ২৫.১০.১৯৯৭ খ্রিঃ মোঃ জারিফ বিন সাইদ, ১৮.০৯.২০০৩ খ্রিঃ মোঃ জোবায়র বিন সাইদ, ২৮.০৯.২০০৪ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৮০৫৪৬৫২ (বাসা), ৯৩৫২৫৫২ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭২৭-২৭১১৮০
ই-মেইল	:	saidur5947@yahoo.com

নাম	:	**হোসেন আলী খোন্দকার**
জন্ম তারিখ	:	২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৫ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসএস (সম্মান), এমএসএস, এমবিএ
বর্তমান কর্মস্থল	:	আর.পি.এ.টি.সি, খুলনা।
পদবি	:	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	১১৫/১, বিকে লেন, পূর্ববানিয়া খামার, খুলনা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ বেথুড়ী, ডাকঘরঃ রামদিয়া উপজেলা/থানাঃ কাশিয়ানী, জেলাঃ গোপালগঞ্জ
স্ত্রীর নাম	:	মোসাঃ মাসুদা আক্তার
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	কে, এম মহিউদ্দিন আবীর কে, এম ফয়সাল নাঈম
টেলিফোন নম্বর	:	০৪১-৭৬২৩৪৭ (অফিস), ০৪১-৭২২৬২৩ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১২-১০০৬৪৫
ই-মেইল	:	hossainali5951@gmail.com
মন্তব্য	:	যিনি উপকার পেয়ে তা প্রকাশ করে সে শুকরিয়া আদায় করলো। কিন্তু যিনি প্রকাশ করলো না সে না শুকরিয়া করলো। -আল হাদিস

নাম	:	**মোঃ মুশফিকুর রহমান**
জন্ম তারিখ	:	০১ মে, ১৯৬৬ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন) ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এমএসসি, এমএ
বর্তমান কর্মস্থল	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	বাড়ী নং ৯৪, সড়ক-১৬, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ গোছইন, ডাকঘরঃ নন্দিগ্রাম উপজেলা/থানাঃ নন্দিগ্রাম, জেলাঃ বগুড়া
স্ত্রীর নাম	:	শাহানা আফরোজ
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মুহতাসিম শারার, ১৯/০২/২০০১ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৭৯১৩৪৫৪ (বাসা), ৯৫১৪১৬০ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১১-৯৭২৩৩০
ই-মেইল	:	mrahman5993@gmail.com

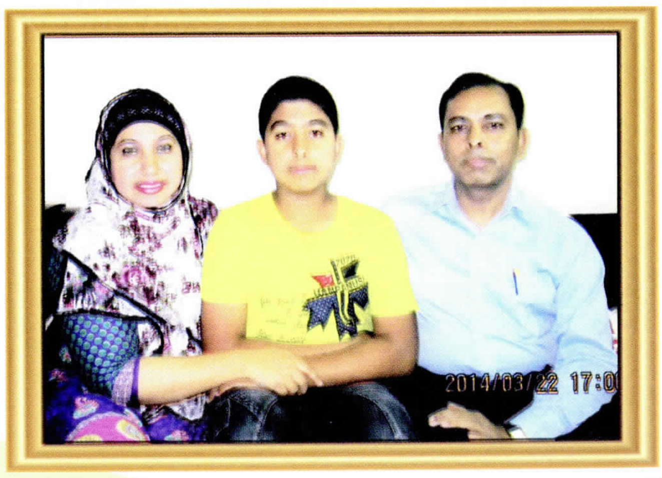

নাম	:	**প্রদীপ কুমার সাহা**
জন্ম তারিখ	:	২৭-১১-১৯৬০ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (কৃষি) ৮৫' বিশেষ বিসিএস
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এমএসসি (এজি, এক্সট্ এড্)
বর্তমান কর্মস্থল	:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ জামুর্কী, ডাকঘরঃ জামুর্কী উপজেলা/থানাঃ মির্জাপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল
স্ত্রীর নাম	:	খেলনা রাণী দেব
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা, ১৮-০৪-২০০৪ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৮১৮১৫৫২ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১২-২৫৯৭৮১
ই-মেইল	:	pkshaha60@gmail.com
মন্তব্য	:	"ভরা থাক স্মৃতি সুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি"

নাম	:	**মোঃ জায়েদুল ইসলাম**
জন্ম তারিখ	:	০১-০১-১৯৬১ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এবি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (তথ্য), ১৯৮৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
পদবি	:	সচিব (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	৪০৩, কাজীহাটা (মিশন হাসপাতালের উত্তর পাশে), রাজশাহী
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ গোপাল কৃষ্ণপুর, ডাকঘরঃ সুতীহাট উপজেলা/থানাঃ মহাদেবপুর, জেলাঃ নওগাঁ
স্ত্রীর নাম	:	শাহানা আরিফা পারভীন
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	জাকিয়া জেরিন, ০১-০৭-১৯৯১ খ্রিঃ শাহামাত জাওয়াদ, ০১-০১-২০০১ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	০৭২১-৭৭৬২৪৭ (অফিস), ০৭২১-৭৭৪৮৬১ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১৫-১৩৮১৩৭
ই-মেইল	:	rehpt5@gmail.com

নাম	:	**ড. মোহাঃ শাহ্ আলম**
জন্ম তারিখ	:	০৩-০২-১৯৬১ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), ৭ম ব্যাচ (১৯৮৫)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিকম (অনার্স), এমকম (ঢাবি), এমকম (রাবি), পিএইচ.ডি. (ভারত)
বর্তমান কর্মস্থল	:	রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পদবি	:	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	বাড়ী # "সান্নিধ্য" ২৮৩/২৩, রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর: ঘোড়ামারা থানা: বোয়ালিয়া, রাজশাহী
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: কুন্ডুপাড়া, ডাকঘর: কুমারখালী উপজেলা/থানা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া
স্ত্রীর নাম	:	শাহানা বানু
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	প্রমা আলম, ২০-১১-১৯৯২ খ্রিঃ সৌমিক আলম, ১৩-১২-১৯৯৮ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	০৭২১-৭৬০৬৩৮ (অফিস), ০৭২১-৭৭৬৩৩৮, ০৭২১-৭৭২৬০০ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১২-৬৭৪৮৮১, ০১৫৫৬-৩০৯৮৯২
ই-মেইল	:	alamchunnu@yahoo.com
মন্তব্য	:	মুক্ত চিন্তার আলোকিত প্রজন্ম চাই।

নাম	:	**ড. মোঃ রুহুল আমিন**
জন্ম তারিখ	:	১৫ অক্টোবর, ১৯৬১ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (কৃষি), ৭ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম এস (কীটতত্ত্ব), পিএইচ.ডি (কীটতত্ত্ব)
বর্তমান কর্মস্থল	:	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড
পদবি	:	পরিচালক (উন্নয়ন)
বর্তমান ঠিকানা	:	২১/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ গল্লাই, ডাকঘরঃ গল্লাই উপজেলা/থানাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা
স্ত্রীর নাম	:	রাহমিনা ইসলাম
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	রিফাত আল আমিন (২০ বৎসর) রাফসান আল আমিন (১৮ বৎসর)
টেলিফোন নম্বর	:	৯১০১৮২৩ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১২-১৭৩৯৬৯
ই-মেইল	:	ruhuldae@gmail.com
মন্তব্য	:	দাও ফিরে অরণ্য----

নাম	:	**মোঃ গোলাম মোস্তফা**
জন্ম তারিখ	:	৩১-১২-১৯৬১
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (খাদ্য) ৭ম বি.সি.এস (৮৫ব্যাচ)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং (যান্ত্রিক)
বর্তমান কর্মস্থল	:	খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
পদবি	:	প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	৬৩/জি, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ দোগাছিয়া, ডাকঘরঃ দোগাছিয়া উপজেলা/থানাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর
স্ত্রীর নাম	:	হুস্নাতুল কোবরা
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	তানিয়া মোস্তফা, ১১.০৫.১৯৮৭ তাহ্মিনা মোস্তফা কণিকা, ১৪.০৬.১৯৯৩ তানভীর মোস্তফা, ২৬.১০.১৯৯৮
টেলিফোন নম্বর	:	৯৬৬১৪৭৯ (বাসা), ৯৫৮৮০৭০ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৮১৭-৫০৪০১৫
ই-মেইল	:	mostafa7527@gmail.com
মন্তব্য	:	জনমুখি প্রশাসনই হউক আগামী দিনের কাম্য।

নাম	:	**ফারুক আহম্মেদ**
জন্ম তারিখ	:	১৫ জুন, ১৯৬৭ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (প্রশাসন), ১৩তম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান)
বর্তমান কর্মস্থল	:	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, কাওরান বাজার, ঢাকা
পদবি	:	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	৬৩৫/১, পশ্চিম কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	:	৬৩৫/১, পশ্চিম কাজীপাড়া, ডাকঘরঃ মিরপুর থানাঃ মিরপুর, জেলাঃ ঢাকা-১২১৬
স্ত্রীর নাম	:	শাহীনা আকতার
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	ফারিহা আহমেদ, ৩১ জুলাই, ২০০০ খ্রিঃ ফাহিম আহমেদ, ১৪ মে, ২০০৩ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৯১৪৩৫৯৭ (অফিস)
মোবাইল	:	০১৭১৫-৪৯৯১৭৭
ই-মেইল	:	farooq123ahmed@gmail.com

নাম	:	**এ,বি,এম, বদিউজ্জামান**
জন্ম তারিখ	:	৩০ এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (পোস্টাল), ৯ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
বর্তমান কর্মস্থল	:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পদবি	:	উপ-সচিব (ওএসডি)
বর্তমান ঠিকানা	:	সি -১/২ পোস্টাল অফিসার্স কোয়ার্টার্স, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা	:	পাড়ের হাট রোড, ডাকঘরঃ পিরোজপুর উপজেলা/থানাঃ পিরোজপুর সদর, জেলাঃ পিরোজপুর
স্ত্রীর নাম	:	কাজী রেশমা রশীদ
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	নুসরাত জামান, ০৪-০৮-১৯৯৫ খ্রিঃ ওয়াকার আলভী ০৫-০৩- ২০০৪ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৭১৯৫৩৪২ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৫৫৮৩০১০৩১
ই-মেইল	:	abmbzaman@gmail.com
মন্তব্য	:	"পারিবারিক শান্তি, বেঁচে থাকার প্রেরণা"

নাম	:	**একেএম গোলাম কিবরিয়া**
জন্ম তারিখ	:	২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'বি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমান কর্মস্থল	:	মেট স্কোয়াড্রন, বাবিবা ঘাটি বঙ্গবন্ধু, কুর্মিটোলা, ঢাকা
পদবি	:	উইং কমান্ডার
বর্তমান ঠিকানা	:	নিলয় ২৭/ছ, বাবিবা অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, তেজগাঁও, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ ১০৩ দনিয়া, ডাকঘরঃ দনিয়া উপজেলা/থানাঃ ডেমরা, জেলাঃ ঢাকা-১২৩৬
স্ত্রীর নাম	:	নাসরিন সুলতানা
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	মাশতুরা তাসনীন কংকা, ৩০ আগষ্ট ১৯৯৮ মাশিয়াত তাসনীন কথিকা, ০৩ এপ্রিল ২০০০ মারিন আরহাব কিয়াদ, ০৭ নভেম্বর ২০০৯ মারিখ আরহাম কাসিব, ০৭ নভেম্বর ২০০৯
টেলিফোন নম্বর	:	৮৭৫৪৮৩০-৩৪, ৮৭৫৩৪২০-২৫ বর্ধিতঃ ৬৭২৩
মোবাইল	:	০১৭১৬-৭২১৩৮৯
ই-মেইল	:	kibriaslk@yahoo.com

নাম	:	**এম মোনওয়ারুল করিম তালুকদার**
জন্ম তারিখ	:	০৩ জানুয়ারী ১৯৬৫
রক্তের গ্রুপ	:	'এবি' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	মাষ্টার্স ইন ডিফেন্স স্টাডিজ
বর্তমান কর্মস্থল	:	বি এন ডকইর্য়াড, চট্টগ্রাম
পদবি	:	কমান্ডার, বি এন
বর্তমান ঠিকানা	:	এন.এ.এস.ও, বি এন ডকইয়ার্ড নিউসুরিং, চট্টগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ দেবখন্ড, ডাকঘরঃ তালোড়া উপজেলা/থানাঃ দুপচাঁচিয়া, জেলাঃ বগুড়া
স্ত্রীর নাম	:	সায়লা সিদ্দিকী (সুমী)
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	এম সাদমান-উল-করিম, ০৫ জুলাই ১৯৯৫ মাহিরা মোনওয়ার, ২২ ডিসেম্বর ২০০০
টেলিফোন নম্বর	:	
মোবাইল	:	০১৭১৩-৩৩২৩৪৩
ই-মেইল	:	kzztrust2013@gmail.com

নাম	:	**এ কে এম আলী আহাদ খান**
জন্ম তারিখ	:	০৪-১০-১৯৬৩ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'এ' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (আনসার), ১০ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম এস এস, এম. এড
বর্তমান কর্মস্থল	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ঢাকা।
পদবি	:	পরিচালক (উন্নয়ন পরিকল্পনা, এস্টেট ও কল্যাণ) (উপ-সচিব)
বর্তমান ঠিকানা	:	ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৩৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ জনতা রোড, ডাকঘরঃ গোপালগঞ্জ উপজেলা/থানাঃ গোপালগঞ্জ, জেলাঃ গোপালগঞ্জ
স্ত্রীর নাম	:	কানিজ ফাতেমা
সন্তান এর নাম ও জন্ম তারিখ	:	লামিয়া তাসনিম, ২৭-০৬-২০০১ খ্রিঃ
টেলিফোন নম্বর	:	৮৩৩২৫৩৬ (অফিস), ৯৩৪৭১১২ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৬৮৬-৭১০১০০
ই-মেইল	:	ahad_10bcs@yahoo.com

নাম	:	**মোঃ হেমায়েৎ হুসেন**
জন্ম তারিখ	:	১ আগস্ট ১৯৬৩ খ্রিঃ
রক্তের গ্রুপ	:	'ও' পজিটিভ
ক্যাডার ও ব্যাচ/সার্ভিস	:	বিসিএস (কৃষি), ৯ম ব্যাচ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম.এস-সি. এজি. (এগ্রোনমী)
বর্তমান কর্মস্থল	:	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পদবি	:	উপ-সচিব
বর্তমান ঠিকানা	:	৫০/জি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
নিজ জেলা	:	ময়মনসিংহ
স্ত্রীর নাম	:	সুলতানা সাঈদা, উপ-সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সন্তান	:	সাদমান হুসাইন, প্রথম বর্ষ, বিবিএ (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাহরান হুসাইন, ৯ম শ্রেণী
টেলিফোন নম্বর	:	৯৫৬৪৩৪৪ (অফিস), ৯৬১১৭১৪ (বাসা)
মোবাইল	:	০১৭১১-৭৮৪৯৭৯
ই-মেইল	:	mhh1863@gmail.com
মন্তব্য	:	আচরণ হোক সেইরূপ, প্রত্যাশা যেইরূপ

প্রবন্ধ / কবিতা

Public Policy: Bangladesh Perspective

Md.Oliullah
Deputy Secretary,
Ministry of Education

1. Policy and Public Policy : Conceptual framework

The word 'Policy' is widely used in general conversation and discussion. Policy refers to a 'futuristic statement of intentions and specific actions'. However, there are different dimensions of understanding the word policy. Policy is an expression of a general purpose or desired state of affairs. It is the decision of the government on certain matters or issues. Policy also can be seen as formal authorization that means a particular set of activities, which has got formal authorization, parliamentary approval or statutory endorsement. Policies are also considered to be theoretical intervention to achieve specific goals. According to Sapru, policy may be defined as 'a purposive course of action taken by those in power in pursuit of certain goals or objectives'.

Public policy is 'whatever governments choose to do or not to do' (Dye, 1987). Public policy means laying down general set of goals, objectives, principles through the pronouncements of public authorities/governments. According to Brooks (1989), Public policy is the broad framework of ideas and values within which decisions are taken and action, or inaction, is pursued by governments in relation to some issue or problem. Public policy is created throughout the state, that is Parliament legislates, executive (government) implements policies and judiciary decides whether policies are lawful or not. Public policy is elusive in character. A specific public policy can be any single decision by any member of the executive branch.

Public policy is purposive or goal-oriented action rather than to random behavior or chance occurrences. Public policies in modern political system do not, by and large, just happen rather these are intended and designed to accomplish specific goals or produce definite results. Policies consist of courses or pattern of actions taken over time by governmental officials. A policy includes not only the decision to adopt a law or make a rule on some topic but also the subsequent decisions that are intended to enforce or implement the law or rule.

Public policies emerge in response to policy demands, or those claims for action or inaction on some public issues made by other actors-private citizens, group representatives, public officials and agencies. In response to policy demands, public officials make decisions that give content and direction to public policy. Public policy involves what government actually do, not just what they intend to do or what they say they are going to do. Public policy may be positive or negative and it is based on law and is authoritative. Government can legally incarcerate people that private organizations cannot.

Source : Different articles of Professor Dr. Salauddin Aminuzzaman, Harun ur Rashid, Professor Dr. Bjorkman, Professor Colin Knox, The Constitution of the People's of Bangladesh, Rules of Business etc.

2. Features of Public Policy

Some basic characteristic features of public policies in any set of democratic governance are-

1. Publicness, that is public policies are meant to protect the interest of the public/citizens i.e. tax-payers in general.

2. Public policies must be in line with the constitutional law and consisted of international norms, laws and conventions.

3. It is the reflection of the political commitment (Election Manifesto) of the party in power.

4. It is goal oriented, purposive and can be reactive & pro-active by nature.

5. It is compulsory to all.

The Key conditions in public policy development are public interest, efficiency, effectiveness, consistency, fairness, equity and reflective.

3. Importance of Study of Public Policy

The study of public policy is very important because often policies are not implemented efficiently and effectively or not bring desired results. In developing countries, good public policies are made but its implementation often goes wrong or is flawed or failed. It is important to know why policy is failed. The study of public policy may provide concrete information and understanding of the causes of failure or of success of policies. An understanding of these linkages contributes to the effectiveness of policy at a future date. The study of public policy is useful to administrators and policy makers as the public administration is very complex, and to work with continuous changing situation and involves interactions with the public. The study of public policy has acquired a new dimension in view of the importance of access of public good to society. The study of public policy has now emerged as a separate discipline (earlier is was under Political Science discipline), known as 'Policy Science'.

4. The Scope / Areas of Public Policy:

The scope/areas of public policy is very vast. It may deal with any issue deemed important for the nation. It may range from a particular issue (how to get rid of malaria) to a very broad issue such as- to declare war. So public policies cover wide variety of substantive areas like: education, health, national defense, foreign affairs, social security, social welfare, energy, agriculture, trade and commerce, law enforcement, revenue and resource generation, science and technology, urban and rural development, decentralization, transportation, labour, environment etc. This list is neither complete nor comprehensive. A specific public policy can be any single decision by any member of the executive branch. However, most of public policies are devoted to socio-economic issues related to national progress and development. According to the impact on society public policy can be classified into 3 arenas-distributive policies, regulatory policies and redistributive policies.

5. Stages of Public Policy

Public policy is a combination of political, legal and economic judgments. Public policy studies have been divided into 3 stages:

(1.) Policy formation and analysis: Formulation of public policies is ordinarily supported by analyses of the policy. A public policy analysis is an orderly approach to making policy in the public sector. The purpose of policy analyses is to assist policy makers in choosing a preferred policy among other options. A policy analysis is performed not only by governments but also independent research institutions and non-government organizations. Those who perform this task are called policy analysts. Analysts often use highly analytical and technical procedures for supporting their positions. Analysis may be undertaken in two forms. One version examines the influence of interest groups on policy outcomes over a long period. The other approach is to trace policy process within a single institution over a time. Policy analysis is the process of assessing situations, identification/recognition of problems, clarifying values and goals, developing and recommending options, implementing policies, monotoring and evaluating outcomes.

(2.) Policy implementation: The task of implementation is crucial for public policy because if it is not properly implemented, good public policy is meaningless. Implementation is a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieving them. There are many factors and actors that are responsible for successful implementation of policy. In fact, it is the executive branch of the state on which primary burden falls for implementation. Ordinarily administrators implement puplic policies. The local Government also gets involved in implementing public policy.

(3.) Policy evaluation: Evaluation is not monitoring. Its primary purpose is to see the impact of policy on target group. Evaluation examines the outcomes of policy and to what extent it achieved goals. Evaluation should be undertaken from the point of view three elements-effectiveness, adequacy and appropriateness. Besides this 3 some authors have added equity and responsiveness as criteria.

Policy inputs mean the contribution or suggestions made by community, civil society or individual to public policy. The community or individual may provide its views i.e. inputs to governments while policy is being formulated. Policy outputs are what governments do i.e. actions. Policy outcomes are what actually happen when policy is implemented.

6. Theories and Approaches to Public Policy

The theoretical approaches to public policies are
A. Political System Theory: Public policy may be viewed as a political system's response to demands arising from its environment. Political systems theory depicts government as simply responding to demands made upon it. Its results are sometimes characterized as 'input-output studies'.

B.Group Theory: According to theory, public policy is the product of the group struggle. Group rests on the contention that interaction and struggle among groups are the central facts of political life.

The main concept in group theory is access and opportunity to express its view-points to decision-makers. Shortcomings of this theory is that many people such as the poor, disadvantaged etc. and interests are either not represented or only poorly represented in the group struggle.

C.Elite Theory: From the perspective of elite theory, public policy is regarded as reflecting the values and preferences of governing elite. The essential argument of elite theory is that public policy is not determined by the demands and actions of the people but rather by a ruling elite whose preferences are carried into effect by public officials and agencies. This theory is provocative theory of policy formulation. Policy is the product of elites, reflecting their values and serving their ends.

D.Rational-Choice Theory: The rational-choice theory is sometimes called social-choice, public –choice, or formal theory. This originated with economists and involves applying the principles of microeconomics theory to the analyses and explanation of political behavior. Rational choice studies are often characterized by rigid and narrow assumptions, mathematical equations, abstractions, and remoteness from reality.

7. Public Policy making in Bangladesh

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (Fundamental principles of the State Policy: Article 8-25) provides the outline for formulation of public policies. As per Rules of Business, Clause 4(ii) "no important policy decision shall be taken except with the approval of the Cabinet. So Cabinet is the ultimate authority of approving a public policy in Bangladesh. There are as many as 25 articles under the part 11 of the Bangladesh Constitution that describe the fundamental principles of the state policies. At the ministerial level Minister in charge is responsible for conducting the business of the ministry. The minister is responsible for policy matters concerning his/her ministry and for implementation thereof. The Ministry is a self contained administrative unit responsible for the conduct of business of the Government in a distinct and specified manner.

The major responsibility of the ministry as per the Rules of Business clause 4 (ix) is policy formulation, planning, and evaluation of execution of plans etc. The minister is the Chief Executive of the ministry and the Secretary is the official head and also the Principal Accounting Officer (PAO) of the ministry/division. The Cabinet Division, Ministry of Finance, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Public Administration play very significant and important role in the public policy formulation and approval process in Bangladesh.

The cabinet committees such as cabinet committee on Economic Affairs headed Honourable Finance Minister play significant role in making public policy in Bangladesh. In addition to cabinet committees there are 2 Standing Secretaries Committees to oversee the administrative arrangements as well policy issues of the government. These committees are: Secretaries Committee of Administrative Development and Secretary's Committee.

The National Economic Council (NEC) headed by Honourable Prime Minister is the highest authority to examine and approve major economic policies and development strategies. It is assigned to formulate the national policy and objectives for long term plans. The ministers are responsible to adopt their policies, plans, programmes as per objectives and priorities set by the Executive Committee of National Economic Council (ECNEC). Planning Commission,

Bangladesh through its 6 divisions engaged in formulating macro and micro economic plans, sectoral programmes and policies of the government. The five year plan (breaks into Annual Development Plan) provides the broader framework of public policy in Bangladesh.

According to the Constitutional provision and Rules of Procedures of Parliament, the National Assembly-Jatiya Sangshad form different Standing Committees comprising Members of the Parliament (MPs). These committees are headed by the MPs not the Ministers to oversee the execution of business of the respective ministries/divisions and evaluate the functions, performance of the ministries/divisions to ensure transparency, accountability, dynamism and make recommendations as and when necessary as elected representatives of the people. The ministers are accountable to the Standing Committees for the functions of the concerned ministry/division. The Public Accounts Committee, Estimates Committee and the Public Undertakings Committee are very important that regulate the activities of the public administration system in Bangladesh.

It is argued that there is inadequate debate on policy issues in Parliament. Most policy is formulated in the ministry level in fact, by the bureaucrats are not even announce in the parliament. Parliamentary committees are enthusiastic about their role in policy making and other accountability measures but have limitations in terms of-mandate, manpower, technical skill and logistic support in addressing the respective agenda. Development Partners also play a significant role in policy making though they have different approaches, perspectives, priorities and policy agenda. Bangladesh as a recipient country (around 35% of ADP now) has to accommodate and adjust to the DPs priorities and concerns in broader policy making and developing planning activities.

Bangladesh is identified as a next eleven economy and emerging tiger. According to the United Nations in 2010, the country is making major strides in human development, including significant progress in the areas of gender equity, universal primary education, empowerment of women, reducing population growth, food production, health and renewable energy. The poverty rate has declined significantly 58.5 % in 1990 to 26.5% in 2013, and per-capita income is now US $1044 considering 2005-2006 base year. However, the country continuously faces a number of major political and social challenges.

The World Bank indicates that policy formulation and implementation in Bangladesh are inadequate primarily for following reasons: weak policy formulation capacity, weak commitment at the bureaucratic level, lacks responsiveness; policies are inconsistent, unpredictable and lacks credibility. The other reasons are: lack of tradition democratic governance, lack of professional skills to undertake policy analyses, DPs driven and tailored policy analysis etc. So it is argued that policy making in Bangladesh has always been an isolated process and not effectively linked with forward looking resource management and in-depth macroeconomic analyses.

The following diagram presents the dynamics of formulation of public policy in Bangladesh:

Dynamics of Policy

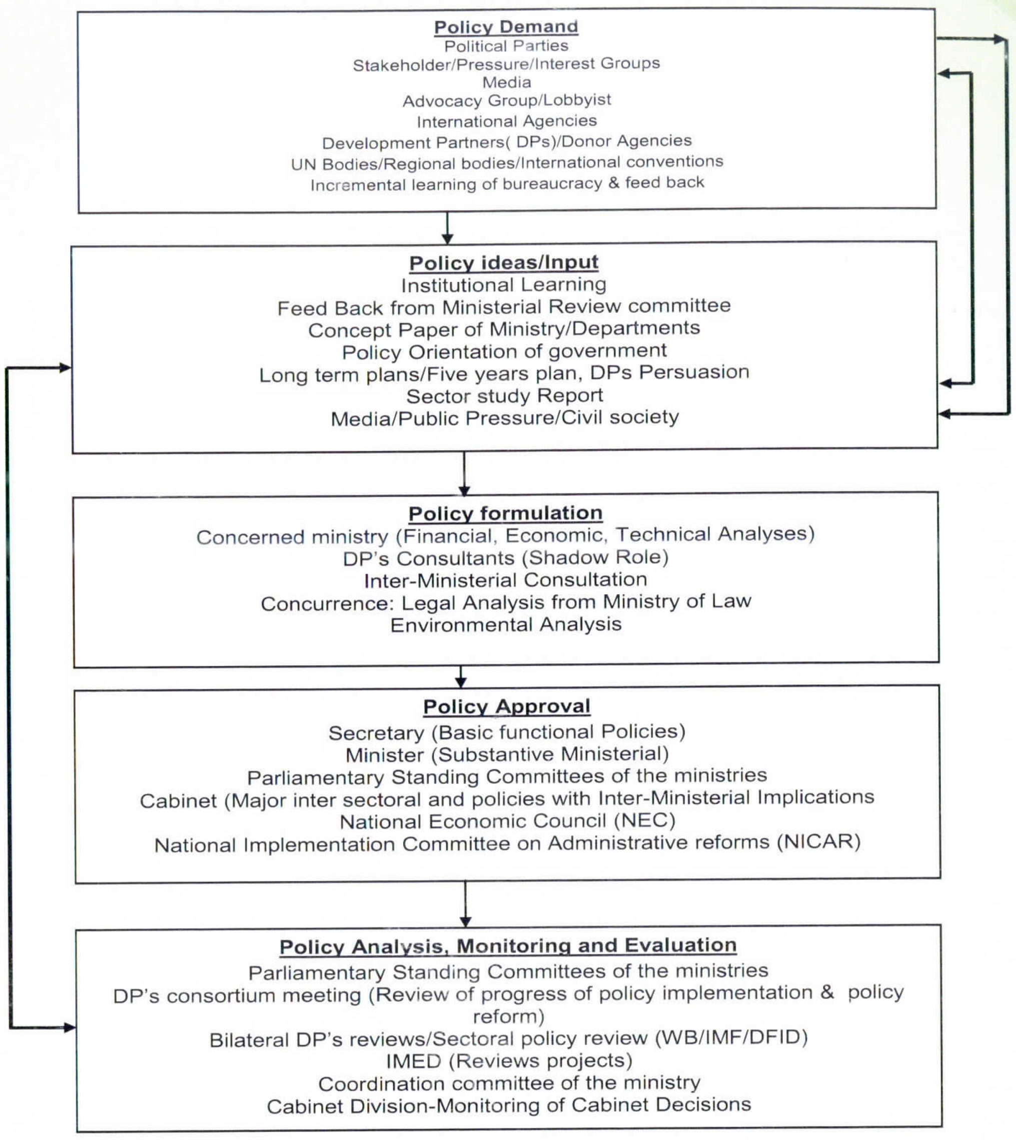

8. Conclusion:

Public policy is not static. It changes. What is a declared policy today may change tomorrow .In fact some writers have compared public policy to a 'ship' of state and the purpose of public policy is to steer 'the ship'' of state and to change its course as weather requires. Hundreds of policies are formulated within government which has direct or indirect impact to individuals and society.

In Bangladesh by and large it is the bureaucracy which prepares major public policies but it still lacks professional skills and competence for policy analyses, implementation and evaluation. However, with the initiative of the Government in recent years, a group of career civil servants have obtained Post Graduate degrees in Public Policy and Management (PPM) to whom can be fully utilised in this regard. One emerging force in policy advocacy in Bangladesh is Civil Society which can play a critical role in policy making. The government can think to set up a policy unit comprising competent civil servants and professional experts in each ministry/division to formulate, monitor and evaluate public policy for proper and timely implementation for the greater interest and welfare of the citizens.

আকাশ সংস্কৃতি ও পহেলা বৈশাখ

মোঃ নবীরুল ইসলাম ও মোঃ মুশফিকুর রহমান

মানব জীবনের ওতোপ্রত অনুসঙ্গ বিনোদন। জীবনযাত্রার জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে বিনোদন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ক্লান্তি, শ্রান্তি; এমনকি, মানসিক বিভ্রান্তি দূর করে জীবনকে সুখময় করে তুলতে মানুষ আবহমান কাল ধরে আশ্রয় করেছে নানা কর্মকান্ড, যা কোন বিবেচনায় অর্থাগমের কারণ নয়, বরং চিত্ত প্রশান্তির হেতু। চিত্তের প্রশান্তি আর্থিক সমৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী কাম্য অধিকাংশ মানুষের কাছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রশান্তি লাভের নিজস্ব পন্থা থাকে, কিন্তু ব্যক্তিগত পন্থাই প্রশান্তি চূড়ান্ত পথ নয়। যুগে যুগে কালে কালে মানুষ এ সত্য উপলব্ধি থেকে সমবেত হয়েছে চূড়ান্ত প্রশান্তির উপায় উদ্ভাবনে। সমবেত প্রচেষ্টায় উদ্ভাবন করেছে আপন প্রশান্তি লাভের সামষ্টিক উপায়, যা নিজ জাতি গোষ্ঠির সংস্কৃতি বলে উৎবর্তিত হয়েছে।

বাঙালি পলি মাটির মানুষ। গাছ-লতাপাতা, ফুল-ফল, বর্ষা-বাদল, মেঘ-কাশফুল, ঝিঁঝির ডাক, মন মাতানো সুঘ্রাত খেজুর গুড়ের পাটালি, নতুন ধানের খিরের সুঘ্রাণ, কাদা-মাটি, নদী-নালা-খাল-বিলে নানা মাছের ছুটোছুটি, পাখির কলকাকলি বাঙালি জীবনে দোলা দিয়ে যায় নিয়ত। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে বাঙালি জীবনে এ সবের প্রভাব অপরিমেয়। চির চেনা। অতি আপন। বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় তাই প্রকৃতির লীলা বৈচিত্রে নিহিত।

পৃথিবী নানা বর্ণের মানুষের সমাহার। তাই পৃথিবীর কোণে কোণে নানা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে সহজাত নিয়মে। কিন্তু সব জাতি বাঙালির মতো সমান সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। বাঙালির আছে নিজস্ব তারিখ গণনার মাস, আছে ছয়টি মোহময় ঋতুর বৈচিত্র। প্রতিটি ঋতু আপন আপন বৈশিষ্ট্যে দোলা দিয়ে যায় বাঙালির প্রশান্তি চেতনার মর্মমূলে। আবহমান কাল ধরে বাঙালির যাপিত সংস্কৃতি দান করেছে তার আপন বিশিষ্টতা। অন্তত ত্রিশ কোটি বাঙালির পূর্বপুরুষ হাজার হাজার বছর ধরে নির্মান করেছে এক মোহণীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। বৈশাখ সেই সংস্কৃতির চাবিকাঠি।

বৈচিত্র সন্ধানী মানুষের মন। অজানার প্রতি তার দূর্নিবার আকর্ষণ। নতুন প্রজন্মের রঙিন মনে অজানাকে জানার বেসুমার কৌতুহল। বিশ্বায়নের যুগে নতুন প্রজন্মের কচি মনের অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাগমের এক বাণিজ্যিক সংস্কৃতি আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর কোণে কোণে যা সত্য নয়, যা সভ্য নয়, যা মানব মনের উৎকর্ষ সাধন করে না, তা কোন সংস্কৃতির ভিত্তি হতে পারে না। আকাশ সংস্কৃতির সব কিছুকে অস্বীকার না করেও দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, বাঙালির কোন সাংস্কৃতিক দীনতা নেই। চিত্ত প্রশান্তির সুস্থ চেতনার হানিকর সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি। যার আপন সংস্কৃতির দীনতা নেই, তার আকাশ সংস্কৃতি নির্ভরতা নান্দনিক মনের আত্মহত্যার সমতুল্য।

হানিকর বলে, অস্বীকার করা যায় না যে যুগে, তার নাম বিশ্বায়ন। এমনকি, শত্রুর সাথে শান্তিতে বসবাসের যুগের নামও বিশ্বায়ন। আকাশ সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির মোহজাল বিস্তার করে আপন সংস্কৃতির বলয়ের বাইরে নিয়ে যাবার কাল বিশ্বায়ন।

কালের প্রভাবকে আবাহমান কালের চিরন্তন সুন্দর দিয়ে মোকাবিলা করার সবচেয়ে শাণিত অস্ত্র আপন সংস্কৃতি। বৈশাখ আমাদের ডাক দিয়ে যায় 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন খুঁজি তারে আমি আপনায়'। আপন সংস্কৃতির চাবিকাঠি বৈশাখ। বৈশাখ 'এই বাংলার আকাশ-বাতাস-কানন-গিরি ও নদী'তে ডেকে ডেকে ফেরে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়'।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের কোন সংকট নেই। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান চিরকালের বাঙালিয়ানায় ভাস্বর। বৈশাখ থেকে চৈত্রে আর গ্রীষ্ম থেকে বসন্তে বাঙালি মনের প্রশান্তিধারা বিবর্তিত হয় ক্ষণে ক্ষণে, ঋতু বৈচিত্রের তালে তাল মিলিয়ে। বাঙালি তার সারা বছরের জীবন যাত্রার স্বপ্নকুঠরির তালা খোলে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে। 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো', বাঙালির এ আহ্বান, বৈশাখ কখনও অস্বীকার করে না। কঠিনে-কোমলে বৈশাখ বিমোহিত করে বাঙালিকে, ভুলিয়ে দেয় জীর্ণ অতীত, বর্তমানকে করে বর্ণ-বৈচিত্রে আলোড়িত, দান করে মোহময় সুন্দরের স্বপ্ন-বিভোরতা।

বাঙালির ধর্ম চেতনায় বিভিন্নতা আছে সত্য, কিন্তু তা বাঙালিকে বিভক্ত করে না, করে বৈচিত্রময়। প্রকৃতির লীলাময় পাললিক বাংলায় বাঙালিয়ানা আর ধর্মচেতনা একাকার হয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধিময় যে সংস্কৃতি তার যাত্রা যেন পহেলা বৈশাখ থেকেই। বছরের শুরুতে হাত ধরাধরি করে বাঙালির যে পথচলা তা সারা বছরের। মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে ভালবাসাবাসির সে অমেয় ধারা, বহতা নদীর মতো তা অনন্তে চলিষ্ণু।

এতোটা সমৃদ্ধি সত্ত্বেও আকাশ সংস্কৃতির জীর্ণতা পলে পলে গ্রাস করছে নব প্রজন্মের বাঙালি মন। বাঙালিয়ানার চাবিকাঠি পহেলা বৈশাখ। একে আশ্রয় করে সব জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে বাঙালি জেগে উঠুক নবচেতনায়। সোনার বাংলা বিনির্মানের ভিত্তি হোক পহেলা বৈশাখ। আকাশ সংস্কৃতির অপঘাত মুক্ত হোক বাঙালিয়ানার কোমল জমিন। নির্মল, পরিশুদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালিকে পথ দেখাক দিগ্বিজয়ের।

HAJJ, THE FIFHT PILLAR OF ISLAM

Dr. Md. Mohiuddin
Deputy Secretary
Ministry of Environment and Forest

Prelude

The Hajj is a big concept. The writer worked as Deputy Secretary in MORA and as Consul (Hajj) in Bangladesh Hajj Office, Makkah and directly engaged in Hajj management. The present writing mainly based on writer's practical experience and information regarding hajj collected from MORA and writing of scholars in this field.

Historical Background

To perform Hajj is the fifth pillar of Islam. It is obligatory for those Muslims who can afford the journey to Makkah once in a life-time. It is performed within the five days of the second week of the twelvth month, Dhul-Hijja of the Islamic calendar. The lesser pilgrimage "Umrah" can be performed at any time of the year.

The history of the ceremonies of Hajj goes back to the beginning of time for man on Earth, and will go on till the end of time. It was first when Adam and Eve were asked to leave Paradise and descend to Earth that they were asked to make a Shrine on Earth similar to the one in the Heavens. The Shrine in the Heavens is known as Bait-ul- Mamur, and around it the angels circumambulate and worship Allah, the most Glorified, day and night. The site chosen for the Shrine to be built on Earth was Makkah. This is clearly indicated in the Holy Quran itself.

Thus was the first House of Allah, the Kaba built by Adam with the help of the Angel Jibril, who brought a stone from Paradise and embedded it in the corner of the Holy Shrine. This stone was bright in the beginning, but with time it lost its luster and now looks black, and is known as "The Black Stone", or Hajr-al-Aswad. The circumambulation of the Kaba is started by kissing this black stone.

When Adam finished building the House, Angel Jibril taught him the ceremonies, by the will of Allah, of circumambulating the Kaba. This was to be in the most befitting manner to the Glory of Allah.

Brief Descriptions for the Preparation of Hajj in the Context of Bangladesh

1. The citizens of Bangladesh can perform their hajj through government management and private management.

2. Government hajj management conducted by Ministry of Religious Affairs (MORA). On behalf of MORA hajj office, Ashkona looks after the Bangladesh end and Bangladesh hajj office, Makkah, KSA looks after the Saudi end of government hajj management.

3. Private hajj management conducted by hajj Agencies approved by MORA.

4. In Bangladesh on behalf of the government the hajj office, Ashkona conducted all kinds of hajj related activities including private hajj Agencies.

5. In KSA on behalf of the government the Bangladesh hajj office, Makkah, KSA conducted all kinds of hajj related activities including private hajj Agencies.

6. The list of Hajj agencies approved by Ministry of Religious Affairs available in the website www.hajj.gov.bd.

7. Before selecting the Hajj Agency please verify whether the agency is eligible for Hajj Management as well as free from the black list of Ministry of Hajj, KSA. The detail information available in Hajj Office, Ashkona, Dhaka and in the website www.hajj.gov.bd.

8. All information including training on Hajj is available in Hajj Office, Ashkona, and Dhaka.

9. Please verify your name and address in the pass port. Keep 20 copies of photograph with you.

10. Sign a contract with the hajj Agency as per the decision of MORA and keep the copy of contract with you. Don't contract with middleman, broker or so called group leader.

11. Before taking decision to perform Hajj analyze and verify the package declared by MORA as well as the individual private agency.

12. Prepare your international pass port. If date expired get ready for renewal. Application form of passport and other information available in the web site www.passport.gov.bd.

13. Read the hajj related books, especially MORA published books. Discuss with pilgrims who performed hajj. Share the experience of hajj of the pilgrims who performed hajj earlier.

14. The application form of Hajj can collect from hajj office, Ashkona, all DC Office, all offices of Islamic Foundation at district level, all UNO office, all scheduled banks approved by MORA, concern section of MORA and Islamic Foundation, Baitul Mokarram office, Dhaka and deposit the application form to the same office. The application form of Hajj also available in the website www.hajj.gov.bd. The forms can be filling up in online. After download and print and by putting signature of the applicant it will be deposited to the offices mentioned above.

15. Health check, vaccination and carrying of health card is mandatory for all pilgrim before departure for hajj. Dhaka Medical College Hospital, Sir Salimullah Medical College Hospital, Shahid Sohrawardy Hospital ,All Medical College Hospital at district level, Government Employees' Hospital at Dhaka, Kurmitola General Hospital are always ready to rendered services VIZ health check up , vaccination and health certificate to the pilgrims.

16. If the age of the pilgrim 70 or above 70 years the pilgrim has to collect health certificate from the medical board formed by ministry of Health.

17. After arrival at KSA airport every pilgrim has to carry the health certificate, ID card and wrist belt. It is mandatory.

18. Hajj related important phone numbers:
Director, Hajj Office , Ashkona, Dhaka-0088-02-8958462 /0088-02-7912391
Ministry of Religious Affairs-0088-02-9576349/0088-02-9512239/0088-02-9512238/0088-02-716039.

website www.hajj.gov.bd.

The Schedule for Days of Hajj

There are five days of performing manasik of hajj. These begin from the 8th of Dhul-Hijja and end on 12th or 13th of Dhul-Hijja. During these days you have to move from place to place, begging for Allah's mercy and forgiveness. Every step you take from now on will be only in His path, and only for his pleasure, to obey His commands.

The manasik of hajj begin at Masjid –al-Haram, with tawaf of Bait- Allah. Then you move to the Holy places, following Allah's commands, and in the steps of Prophet Ibrahim (peace be upon him), which were followed by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). From Masjid-al-Haram you go to Mina, spend a day and night there in worship and in tranquility, preparing yourselves for harder days ahead, both spiritually and physically.

From Mina, you go for one day to the valley of Arafat; the Mount of Mercy is here. Your stay there in Arafat is the greatest Rukn of Hajj. Then you move to Muzdalifa from Arafat and try to spend the whole night in worship. This night is one thousand times more blessed than the night of Qadr.

From Muzdalifa, after the sunrise, you come back to Mina, (where your tent may have been pitched). Here you perform the ceremony of throwing pebbles at the Big Shaitan (Big Jamarat).

This is called Rami of Jamrat-al-Aqaba.

Then you offer sacrifice and shave your head in Mina.
The second most important Rokn of Hajj is to go back to the Sacred House of Allah, and perform Tawaf. This Tawaf is called Tawaf-e-Ziyara. Here in Masjid-al- Haram you thus end the main manasik of Hajj.

You now go back to Mina, where you spend two or three more days. The main function now is to throw pebbles at the three Jamarat, every day till you leave Mina for Mecca to perform the Farewell Tawaf.

The itinerary is given below for a reference.

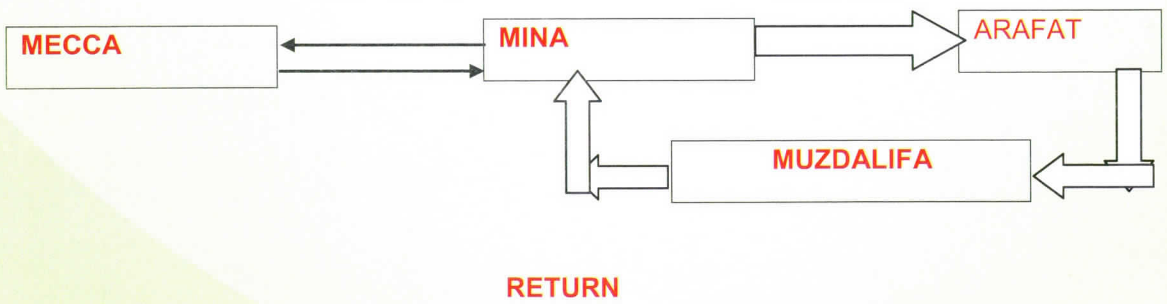

The itinerary during the five days of Hajj
First day (On the 8th of Dhul-Hijja)

(a) In the Masjid-al-Haram: After Fajar prayer, begin by performing Tawaf of Hajj. This Tawaf is called Tawaf-e-Qadum, and is followed by Sai depending on the kind of Hajj being performed. The ceremonies of Tawaf and Sai are similar to those of Umra, the only difference is that these are performed with the intension of Hajj.

(b) Proceed to Mina: There you offer five prayers of the day, including the Fajr prayer of the 9th day of Dhul-Hijja.

Second day [On the 9th day of Dhul-Hijja: (Waquf-i-Arafat)]

(a) Proceed from Mina to the plains of Arafat and spend the day in Arafat and spend the day in Arafat till Maghrib prayers. Zuhr and Asr prayers are combined here at Asr time.

(b) Proceed to Muzdalifa, after sunset from Arafat. Maghrib and Isha prayers are combined here at Isha time. Spend the night in Muzdalifa and pray Fajr.

Third day(On the 10th day of Dhul-Hijja)

The happiest dawn will be today for you here in Muzdalifa. This is now Id-ul-Adha.

(a) Stay till sunrise.
(b) Proceed to Mina for Rami of Jamarat-al-Aqaba.
(c) Offer sacrifice, followed by
(d) Halaq or Qasr
(e) Proceed to Masjid-al-Haram. Perform Tawaf-e- Ziyara, the second most i mportant Rukin of Hajj.
(f) Return to Mina, the same day

Next three days (On the 11th, 12th and 13th day of Dhul-Hijja)

Main function to be performed:-

(a) Rami at all the three Jamarat in Mina.
(b) Sacrifice if not offered on the 10th of Dhul-Hijja.
(c)Halaq or qasr if not performed on the 10th of Dhul-Hijja.
(d)Tawaf-e-Ziyara if not performed on the 10th 0f Dhul-Hijja..

Make sure you performed Tawaf-e-Sadr or the Farewell Tawaf before departure from Makkah. This is also called Tawaf-al-Wada.

THE SEHEDULE FOR DAYS OF HAJJ

8th Dhul-hijja, 1st day

TAWAF –E-QADUM IN MASJID-AL- HARAM

↓ PROCEED TO MINA

FIVE PRAYERS IN MINA

↓ PROCEED TO ARAFAT

9th Dhul-hijja 2nd day

WAQUF-E-ARAFAT-THE GREATEST RUKN OF HAJJ, COMBINE,ZUHR AND ASR PRAYERS

↓ PROCEED TO MUZDALIFA AFTER SUNSET

The night of the 10th of Dhul-hijja

STAY IN MUZDALIFA TILL SUNRISE,COMBINE MAGHRIB AND ISHA PRAYERS

↓ PROCEED TO MINA

10th Dhul-hijja 3rd day

THE ID-UL-ADHA

↓

RAMI AT JAMARAT AL AQABA, SACRIFICE HALAQ OR QASR IN MINA

↓ PROCEED TO MAKKAH

10th,11th,12th, Dhul-hijja

TAWAF-ZIYARA,THE 2ND MOST IMPORTANT RUKN OF HAJJ

↓ PROCEED TO MINA

RAMI AT THREE JAMARAT IN MINA

↓ PROCEED TOMAKKAH

FAREWELL TAWAF

Conclusion:

Those who are interested in hajj, the present writing may be helpful to inform them about hajj.

Source: Ministry of Information, Government of the People's Republic of Bangladesh; The Daily Prothom Alo, 6 April, 2014 and A Guide for Haj and Umrah, by Anis Daud Mathews, 2002

দেবদাস

মোঃ নবীরুল ইসলাম বুলবুল

তুমি তো বাংলাদেশের মেয়ে।
শরতের শিউলির মতো তোমার শরীরে সুঘ্রাণ।
আনন্দ বেদনার আলো ছায়া ঘেরা
বিমল সবুজ এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
আহা! বাংলাদেশের হরিণী আঁখির এক
শ্যামল সুন্দরী -
পার্বতীকে মনে পড়ে!
না, না, পর্বতের প্রান্তরে জন্ম বলে পার্বতী সে নয়।
এই অমল বঙ্গীয় হাওয়া,
এই গাঙ্গেয় জল,
এই পাললিক সোদা গন্ধ মৃত্তিকার,
এই বঙ্গীয় প্রেম আর বিরহের
পরম যত্নে গড়া
একান্ত বাংলাদেশী পাললিক মেয়ে,
'ছিপের আঘাতে' যার বিক্ষত কপালের কোণ,
অবহেলা-অভিমানে আহত পাখির মতো কম্পমান।

আশা করি, এতোক্ষণে পার্বতীকে চিনতে পেরেছ!

পার্বতী যুবতী হলে
বাংলাদেশের আর দশটা মেয়ের মতো
অনিচ্ছ পুরুষের বাহুডোরে বাধা পড়ে যায়
অন্তর গহণে বহে শৈশবের অতৃপ্ত প্রেম
ফল্গুধারার মতো একান্ত নিভৃতে।
আমি জানি, এ গল্প তোমারও আছে জানা।

গল্পের শেষটুকু মনে পড়ে।
বঙ্গোপসাগরের কূলে, অসামান্য ভুলে
বঙ্গীয় শিশু সেই অমল প্রেমিক
পার্বতীর দেয়া প্রেম, ছোট ছোট দুঃখ-কষ্ট,
মান-অভিমান
বুকে করে উদ্ভ্রান্ত ঘুরে ফেরে কৈশোর-যৌবন।
তারপর, কক্ষচ্যুত উল্কাপিন্ডের মতো
অনন্তের পথে যে হারায়
তার নাম দেবদাস।
মনে পড়ে!
তুমি তো বাংলাদেশের মেয়ে!
আশা করি, দেবদাসকে বারবার মনে পড়ে যায়।

সখ্যতা ও নারী

ড. মোহাঃ শাহ্ আলম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (উপ-সচিব)
রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী

পঞ্চদশ যৌবন বিদায় দিয়েছে স্রোতস্বিনী গড়াই
সখ্যতা এ' যাবত কালের
কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রন্থি ফাটল ধরা
চড় হয়ে গেল,
সুরম্য ভেনাস নগরী পতন যাদের কারণে
সেই নারী।
ত্রিভূজ দ্বন্দ্ব, রাত জাগা রাজীব-সাগরের ভূবনে
সেই নারী।
"ভালবাসার ডালা উজার করেছে ফিরু শুধু আমার জন্য"
প্রত্যাশার হাত বাড়িয়েছি দু'জনেই-
'ফিরুকেই দিতে হবে দ্বন্দ্বের চুড়ান্ত সমাধান'।
"তথাস্থ" –বলেছি আমিও।
আমাদের নারীও বুদ্ধিমত্তার নজির রাখলো
তার বয়ান, "ভালবাসা তার উভয়ের জন্য
তবে সাগর পাবে স্নেহের"।

Empowering District Administration of Bangladesh

Md Zahidul Islam
Deputy Secretary, Ministry of Land,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.

Deputy Commissioner (DC) is a vital and important position to the Government of the People's Republic of Bangladesh. About 250 years, this position has been prevailing in the country. The DCs have a lot of duties. Most of the laws of the land allow them to work more to preserve public interests. They represent the state in their jurisdictions. The law of the country approves them working neutrally and impartially. But we see that it is not functioning properly. Inefficiency, corruption, partisan activities, lack of rule of law, lack of good governance, absence of social justice and equity are some of the daunting challenges to overcome for the Deputy Commissioner.

In this article I am trying to recommend some solutions to make this machinery successful for the betterment of Public interest:

(1) Enacting Law

The Cognizance power of taking offences under section 190, 192 of Criminal Procedure Code should immediately be given to District Magistrate (DM) to keep the law and order and other situation of the country normal. According to Police Act 1861 and PRB 1940, Superintendant of Police (SP) is subordinate to DC/DM and from the history, it is known that SP post was created to assist DM. So the ACR of SP and OC should be initiated by DC and UNO respectively. Without the effective control and supervision of police by DM it is not possible for him/her to act successfully. So Government should enact Cr PC190, 192 sections, Police Act and PRB immediately for the betterment of the mass people of Bangladesh.

(2) Development Coordinator

As a development coordinator, DC should give much more attention to development activities so that the country can implement ADP successfully. The bureaucracy of the Republic every year cannot implement ADP successfully. Bangladesh is a developing country. Government manages fund but the government machineries cannot use that fund in time. It is a shame for the bureaucracy.

(3) Press wing under Cabinet Division

There should be a press wing of Administration at Ministry of Public Administration (MOPA) or Cabinet Division or, Divisional Commissioner's office so that they can give press briefing like Defense or Media wing of Police .It will discourage vested corners to stop wrongly motivated news against Administration and people will get the accurate information.

(4) Separate Salary Structure and Status for Administration

The pay structure of DC is very poor .Most of them maintain honest life and they have to work hard from dawn to dusk. So they should be given some more benefits from the state. The judicial officers are already getting it. The Police and Military officers are also getting some extra benefits than administrative officials. And there is some dissatisfaction among the

administrative officials for it. So, the government should immediately introduce separate pay structure for them and consider the importance of DC post the government should upgrade it in the post of JS so that he/she can successfully coordinate and supervise other officials in the district.

(5) Different Directorate for Administration

The performance of DC is evaluated by Divisional Commissioner and Cabinet Secretary. But Cabinet Secretary is the top most civil servants and he is in fact the busiest and core officer in the republic .It is very difficult for him to oversee the function of DC. At the same time DC is afraid of him because there is a huge hierarchical gap between them. So, this gap may be reduced or eliminate by establishing a Directorate like Police Head quarter, Ansar Head quarter or other Directorate existing in the country. Head of that Directorate may be an officer in the rank of Secretary. It will help DC for his/her smooth functioning.

(6) Different Wing to Prevent Corruption

Government do not get any benefit from the corruption of government officials .So, government should be very strict to prevent corruption. It will create new image for everybody. If the administrative officials become corrupt then the whole systems are collapsed. In order to remove corruption from the Administration, a separate anti-corruption cell to oversee the matter can be formed. The cell may be headed of an officer in the rank and status of Secretary from the administration.

(7) Security Cell

In order to remove bad images from the Administration a Security Cell can oversee the activities secretly of Public Administrators. The cell may be headed of an officer in the rank and status of secretary from the administration. This cell will also have the authority to take necessary measures against the corrupt officials. During the promotion of the Public Administration the SSB will seek their opinion instead of other agency of the country. From the experience it is seen that other agency do not evaluate the administrator perfectly.

(8) Specific Law for Civil Administration

There is specific law for Police, Judicial officer, Military personnel, BGB etc. But there is no law for the administrative Officials. So, it is urgent to make a specific law for the Administrative officials. The administrative official's promotion, internal and foreign posting, training, supervision, punishment, etc can be included here as work guidelines in the law. Another law including all officials can also be made.

(9) Staff College for Administrative Officials

In order to nourish good values and to achieve highest degree of professionalism, it is required to establish a Staff College for the administrative officials immediately. It can promote the officials provide service to people in a better way .The army and police of the country already have established it.

The Public Administrative job is a respectable profession in the country. The state depends heavily upon them and has been given a lot of responsibilities than any other organizations in the country. The Government, the Oppositions of the country have faith on civil administration. In most cases they are successfully doing their duties with utmost sincerity. In this article, some of the above issues have been discussed, if the Policy makers consider these there must be some improvements in the public administration, which is now very essential for the nation.

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেলওয়ের অবদান

ড. মহাঃ বশিরুল আলম

ভূমিকা

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর এ অঞ্চলে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা। তখন এর নাম ছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে যা কাল পরিক্রমায় বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বানিজ্যে সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ব্রিটিশরা এদেশে রেললাইন চালু করে। কুষ্টিয়া জেলার দর্শনার হতে জগতি পর্যন্ত ৫৫.১১ কিঃ মিঃ রেললাইন নির্মানের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেলের যাত্রা শুরু। পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। স্বল্প খরচে আরামদায়ক ভ্রমন, নিরাপত্তা সচেতনতা, একসাথে অনেক যাত্রী পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি কারণে সৃষ্টির শুরুতেই রেল ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এমনকি বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে এখনও রেল বেশ জনপ্রিয় পরিবহন। রেল এমন একটি পরিবহন যার আর্থিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক এবং পরিবেশগত গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেলের ভূমিকা, রেল খাতে সরকারের অর্জন, এবং রেলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সমন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

২. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেলের অবদান

২.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলের অবদান

সরকারের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনে দেশের দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা অবদান রাখতে পারে। একারণে সড়ক ও রেলওয়ে পরিবহন সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক খাত। অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও ঘনঘন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কারণে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) বাংলাদেশ রেলওয়ে কাংখিত মাত্রায় অবদান রাখতে পারছে না। গত ৫ বছরে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২১%। বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপিতে মোট পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবদান ছিল ১০.৭% যার মধ্যে স্থল যোগাযোগ পথের(সড়ক ও রেলপথ) খাতের অবদান ছিল ৮.৭% যা মোট পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের ৭৫%। এই সময়ে পরিবহন খাতের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৯৫%। অন্যদিকে জলপথ, আকাশপথ ও টেলিযোগাযোগ খাতের অবদান ২.৬৩% যা মোট অবদানের ২৫% (উৎস্যঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ২০১২)। গত ৪ বছরে জিডিপিতে রেলের অবদান ছিল মাত্র ০.০৮%। সুতরাং, অধিক বিনিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও শূন্যপদে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জিডিপিতে রেলওয়ের অবদান বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

২.২ যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রেলওয়ের অবদান

রেলওয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হলো-যাত্রী ও পণ্য পরিবহন। স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রার কারণে দিনে দিনে রেলের যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০০২-০৩ অর্থবছর হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০০২-০৩ অর্থবছরেও রেলওয়ের যাত্রী পরিবহনের সংখ্যা ছিল ৩৯১৬২ জন যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬১৩৯ জনে উন্নীত হয়। অন্যদিকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে রেলওয়ের পন্য পরিবহনের পরিমান ছিল ৩৬৬৬ হাজার মেট্রিক টন যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে কমে গিয়ে ২১৯২ হাজার মেট্রিক টনে পরিনত হয় (উৎস্যঃ Railway Communication: Present and Future)। রেলের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহনের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে পণ্য পরিবহনের ধারা ক্রমহ্রাসমান। এ ব্যাপরে রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, সময় ও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে রেলে পণ্য পরিবহনে মানুষ কম আগ্রহ দেখাচ্ছে। সড়কপথে দ্রুত এবং সহজে পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকায় মানুষ সড়কপথ তুলনামূলকভাবে বেশী ব্যবহার করছে। পণ্য পরিবহন পদ্ধতির সহজীকরণ এবং দ্রুততম সময়ে পণ্য পোঁছে দিতে পারলে গ্রাহকগণ আবারও রেলে পণ্য পরিবহনে আগ্রহী হয়ে উঠবে বলে মত প্রকাশ করেন উক্ত কর্মকর্তা।

২.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের অবদান

বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৪টি জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। অবশিষ্ট ২০ টি জেলা রেলের আওতায় আনার জন্য সদাশয় সরকার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। একমাত্র বরিশাল ছাড়া অন্য সকল বিভাগে রেলের নেটওয়ার্ক রয়েছে। গত ২০০১-০২ অর্থবছরে রেলের মোট দৈর্ঘ ছিল ২৭৬৫.৯৯ কিঃমিঃ যা ২০১১-১২ অর্থবছরে এসে ২৮৭৭.১০ কিঃমিঃ এ উন্নীত হয় অর্থাৎ বিগত ১১ বছরে মাত্র ১১১ কিঃমিঃ রেললাইন বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রবৃদ্ধি ৪%)। রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামীতে ট্রান্স-এশিয়ান রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারত, মিয়ানমারসহ অন্যান্য দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এলক্ষে গত ০৯ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার " ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক" নামক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবার জন্য বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।

২.৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় ও ব্যয়

যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ আয় করে থাকে। পাশাপাশি সেবা প্রদান করতে গিয়ে রেলওয়েকে প্রতি অর্থবছরে বড় অংকের অর্থও ব্যয় করতে হয়। রেলওয়ের আয়-ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০২-০৩ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস্য হতে রেলের আয় ছিল ৪১২ কোটি টাকা যা ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয় (প্রবৃদ্ধি ৫২.৬%)। রেলের আয়ের মূল উৎস্য হচ্ছে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন। সেবার মান কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি করতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি যা রেলের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। যাহোক, গত ২০১২ সালে অক্টোবরে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০২-০৩ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী সেবা হতে ১৬১ কোটি টাকা আয় করে যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৫১ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (প্রবৃদ্ধি ১১৮%)। অন্যদিকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে পণ্য পরিবহন হতে রেলের আয় ছিল ১৪৬ কোটি টাকা যা ২০১১-১২ সালে ৯৬ কোটি টাকায় নেমে আসে (উৎস্যঃ Railway Information Book)। অর্থাৎ এখাতে বিগত ১০ বছরে আয় ৫২% কমে গিয়েছে। সড়কপথের তুলনায় রেলপথে পন্য পরিবহন অধিক সময় সাপেক্ষ হওয়ায় পণ্য পবিহনের আয় কমে গিয়ে থাকতে পারে।

৩. বিগত ৫ বছরে রেলখাতে সরকারের অর্জন

৩.১ রেলপথ মন্ত্রণালয় সৃষ্টিঃ বিগত ২০১১ সালের ০৪ ডিসেম্বর সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগকে মন্ত্রণালয় হতে আলাদা করে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে।

৩.২ নতুন ট্রেন চালুকরণ: বিগত ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪৫টি নতুন রেল সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

৩.৩ উন্নয়নমূলক প্রকল্পঃ গত ৪ বছরে ১৮৩১০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ ৩৮টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৫৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৩.৪ নতুন ইঞ্জিন ক্রয়: দক্ষিণ কোরিয়া হতে ২০১১ সালে ৯টি মিটারগেজ নতুন ইঞ্জিন ক্রয় করা হয়েছে। আরও ২৬টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

৩.৫ ডেমু ট্রেন ও কমিউটার ট্রেন ক্রয়: গত ২০১৩ সালে ১৪ সেট ডেমু (DEMU) ট্রেন এবং ৪ সেট কমিউটার ট্রেন ক্রয় করা হয়েছে যা ঢাকা-জয়দেবপুর এবং ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে চলাচল করছে।

৩.৬ রেললাইন সম্প্রসারণ ও পূনঃচালুকরণ: কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া লাইনে ৫৫ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মান কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া লাইন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। এছাড়া ইশ্বরদি-ঢালারচর, সৈয়দপুর-চীলাহাটি, পাচুরিয়া-ভাঙ্গা প্রভৃতি লাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৭ রেলের ডবল লাইন নির্মান: ঢাকা-টঙ্গী, টঙ্গী-ভৈরব, লাকসাম-চিংকি আস্তানা প্রভৃতি লাইনের কাজ চলছে।

৩.৮ লোকবল নিয়োগ: প্রায় ১৬০০০ শূন্যপদের বিপরীতে ১৩১২১ পদের জন্য সরকারের নিকট থেকে ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু পদের নিয়োগ সম্পন্নও হয়েছে। অন্যগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.৯ রেলওয়েকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ওয়ার্কশপ ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(০১) ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়(২০১১-১৫) ৩৬২১৪ কোটি ব্যয়সাপেক্ষ ১৪৯ টি প্রকল্প গ্রহণ
(০২) বাংলাদেশের সব জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন
(০৩) আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্তকরণ
(০৪) রেলের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সারাদেশে ডবল লাইন নির্মান
(০৫) পুরাতন ও অকেজো ইঞ্জিন, বগি ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করে নতুনভাবে সংগ্রহকরণ
(০৬) শূন্যপদ পুরনের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম হাতে নেয়া
(০৭) প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন
(০৮) রেল পরিচালনায় সংকেত ও বানিজ্যিক কার্যক্রমের আধুনিকায়ন এবং
(০৯) সারাদেশে ডুয়ালগেজ চালুকরণ ।

৫. উপসংহার

উপরের অনুচ্ছেদসমুহে রেলের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব, রেল খাতে সরকারের অর্জন, এবং রেলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সমন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেলওয়ের অবদান অনুস্বীকার্য। স্বল্প ব্যয়, আরামদায়ক, নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন হিসেবে বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ন দেশে রেলের বিকল্প নেই। রেলের বিরাজমান সমস্যার কথা বিবেচনা করে সরকার বেশ কিছু যুগোপযোগী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যার অনেকখানি বাস্তবায়নও হয়েছে। রেলের উন্নয়নে গৃহীত ও পরিকল্পিত প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়িত হলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। রেলের উন্নয়ন হলে যাত্রী সেবার মানও বেড়ে যাবে। এত করে রেলওয়ে আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। ফলে রেলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাবে যা রেলকে সত্যিকার অর্থে একটি লাভজনক গণপরিবহনে পরিণত করবে।

Export: The Growth Engine of Bangladesh

Farooq Ahmed
Deputy Director
Export Promotion Bureau

Bangladesh is a densely populated country and its economy heavily depends on agro and agro-based industry. Its per capita income is around US$ 1044 and Gross Domestic Product (GDP) growth rate is over 6%. There is no doubt that rapid industrialization is necessary to keep the pace of a country's economic development but Bangladesh's Gross Domestic Saving (GDS) and Gross Domestic Investment (GDI) is very low which is hampering her expected industrialization process. There is a significant saving-investment gap in Bangladesh and foreign aid and grants have been serving to bridge the gap. Bangladesh has been trying to attract foreign investment to underwrite its saving-investment gap as well as redress its export-import imbalance.

Export Scenario of Bangladesh

Bangladesh export earning has crossed US$ 27 billion with an average growth rate of 11.22% in 2012-2013. According to the ITC COMTRADE data Bangladesh is the 66th trading nation in the world in 2012. Bangladesh export business heavily depends on RMG (Knit & Woven) sector and Bangladesh is the second biggest Knit RMG exporting country of the world. As the country's export promotion organization, Export Promotion Bureau (EPB) is committed to rectifying the weakness of export sector. In order to remove the weakness of our export sector, Export Promotion Bureau has laid emphasis on developing labor intensive sectors in the economy. About 90% export earning comes from six products which is the major weakness of our export sector. Bangladesh also exporting some other important products such as, specialized Textile, Cotton & Cotton Product, Agricultural Products, Engineering Products, Petroleum Bi product, chemical Product, Ceramic, Cap, Handicrafts.

The shares of the major exportable products are shown in below pie chart:

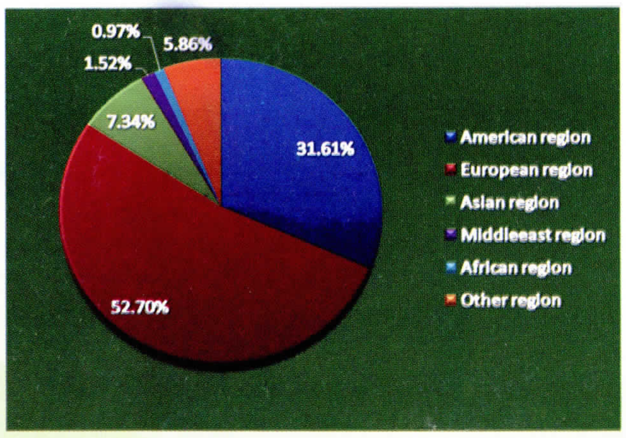

Existence of hidden strength of some products specially labor intensive products to be a very competitive and dependable one in the list of exportable, incites Bangladesh to use their ability in export sector by providing support in the arena of product promotion which will give opportunity to the buyers to procure very competitive products as well as contributes a lot to the export earnings of this country. It is a continuous process to enrich the list of exportable. As a result Bangladesh is offering new products regularly. The recent inclusions in the list of exportable in a few recent past are ship, pharmaceuticals, paper, furniture, ICT, rubber, printing and packaging materials, plastics, electric and home appliances, agro-processed food, luggage and fashion goods and footwear.

Destinations of Bangladesh Export

As reflection of relentless market promotional efforts, Bangladesh is now exporting to 188 countries of the global markets. It may be mentioned that as an individual destination, USA is the largest export destination for Bangladeshi items. The European countries are the next according to export volume. Some important regional and potential markets of Bangladesh exportable are mentioned below:

Regional Market Share

The country's export performance can be seen as a percentage of regional geography bases:

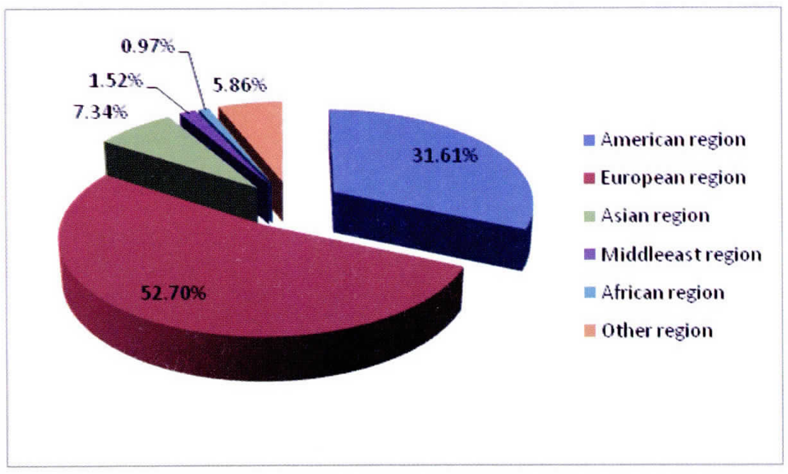

Potential Markets

As a part of market diversification, Bangladesh identifies some potential export destination in order to sustain and accelerate the export growth. Some of these countries are: Japan, South Korea, South Africa, Mexico, Brazil, Australia, Russian Federation, China, India, Central Asian

Countries etc.

Export Promotion Bureau is working on various aspects with a view to making Bangladesh ready for facing challenges of the international business. Policy support is ready to boost up the export sector; investment is also encouraged for its backward and forward linkage industries. The existence of all sorts of elements of competitiveness and ability the requirements of global buyer has made Bangladesh suitable to be very competitive supply source of products and services. All buyers may consider Bangladesh for meeting their needs in the area of products and services for mutual benefit. In near future, the export volume will bring the great development in our socio-economic aspects.

প্রশাসনিক সংস্কারঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রদীপ কুমার সাহা
উপ-সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়টি দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয় দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির নীতি নির্ধারণে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানরূপে এখনও তার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছে। তবে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে, সমাজের নানামুখী চাহিদা ও প্রাপ্তির প্রত্যাশাও পরিবর্ধিত হচ্ছে। দেশীয় এবং বিশ্বায়নের নানা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটছে। এসব পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সচিবালয় কাঠামো ও কার্যপরিধির কতিপয় সংস্কারের বিষয়টিও সে কারণেই বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান ৯৪তম এসিএডি প্রশিক্ষণের একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্যুভেনির এ প্রকাশের জন্য "প্রশাসনিক সংস্কারঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সচিবালয়" সংক্রান্ত কতিপয় চিন্তা ভাবনা তুলে ধরা হলোঃ

১৯৮৪ সনে বিচারপতি **সাহাবুদ্দীন আহম্মদ** এর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্টি একটি জাতীয় বেতন কমিশন গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে যে যে বিষয়ে প্রশাসনিক সংস্কার এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় তার মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য–

* **প্রশাসনে মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়।**
* **পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়।**
* **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করা হয়।**

২০০৭ সনে ইউ.এন.ডি.পি বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উক্ত সমীক্ষায় নিম্নবর্ণিত কতিপয় বিষয় সনাক্ত করা হয়। (আলম, কবির এম. আশরাফ ২০১৩ "রিফর্মিং দি সিভিল সার্ভিস ইন বাংলাদেশ" এ.এইস ডেভেলপমেন্ট পাবলিসিং হাউস, ঢাকা। ইংরেজিতে প্রকাশিত পুস্তক হতে উদ্ধৃতাংশ বাংলায় রূপান্তর)

প্রশাসনিক এবং চাকুরি পুনর্বিন্যাস রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত এবং সুপারিশ সমূহ বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উক্ত সমীক্ষায় নিম্নবর্ণিত প্রধান খাত চিহ্নিত করা হয়ঃ

* **সিভিল সার্ভিসে গণতান্ত্রিক ধারার প্রচলন।**
* **জনগণের অংশগ্রহণ।**
* **প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ।**
* **প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যৌক্তিকীকরণ।**
* **মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ।**

বর্ণিত সুপারিশ এবং সমীক্ষায় চিহ্নিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সচিবালয়ের প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত কতিপয় চিন্তাভাবনা ও মতামত অপর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলোঃ

১। নতুন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সৃষ্টিকরণঃ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বড় আয়তনের মন্ত্রণালয়ের আওতায় একাধিক বিভাগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরো গতিশীল ও সময়াবদ্ধভাবে সম্পন্ন করার জন্য অধিকসংখ্যক অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা সৃষ্টি করা, ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২। কর্মকর্তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশঃ

আজকাল বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের উচ্চ বেতন এবং সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হয়। সচিবালয় কর্মকর্তাদের বেতন এবং প্রাপ্ত স্বল্প সুবিধাদির কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীগণ সচিবালয়সহ সরকারি চাকুরীতে যোগদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। আবার সচিবালয়ের কিছু কর্মকর্তা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন। দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের কেন্দ্র বিন্দু বাংলাদেশ সচিবালয়কে কর্মক্ষম রাখতে হলে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা, চিকিৎসা, আবাসন যাতায়াত সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

৩। নিয়োগ, পদোন্নতি ও যোগ্যতাভিত্তিক পদায়নঃ

শুন্যপদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে পদোন্নতি না হলে কর্মকর্তাদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি করে। এই হতাশার বিরূপ প্রভাব সচিবালয়ের কর্মকান্ডেও প্রভাব বিস্তার করে। একজন কর্মকর্তার কাজের সাথে হাজার হাজার জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। কাজেই সচিবালয় কর্মকর্তাদের পদোন্নতি শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় জনগনের স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে, কাজেই জনগনের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বা বিশেষ প্রবণতা সম্পন্ন হয়ে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তার পূর্বেকার দক্ষতা, কাজের প্রতি প্রবণতা বা পারদর্শিতাকে বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পদায়ন প্রদানে ব্যবস্থা করা হলে, মন্ত্রণালয়ের কাজের মান আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪। মাঠ পরিদর্শন কর্মকান্ডের সম্প্রসারণঃ

বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন সচিবালয়ের মূল কাজ। নীতিমালা অনুযায়ী যদি মাঠের কাজ বাস্তবায়ন হয় তবেই নীতিমালা তৈরীর যথার্থতা ফুটে ওঠবে। সচিবালয়ে যারা পদায়ন পান, বেশিরভাগ কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা আছে আবার সে ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কর্মকালীন সকল দপ্তরের কাজের বিষয়ে কিছু কিছু করে জানার সুযোগ থাকে। কিন্তু একটি মন্ত্রণালয়ে পদায়ন হলে তখন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তরের সুনির্দিষ্ট কাজের সাথে অধিকভাবে পরিচিতি ও ধারণালাভ করতে হলে মাঠের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন করা হলে, কাজ বাস্তবায়ন গতিশীল হয়, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণ ও উপকারভোগীদের সুবিধা-অসুবিধা, মতামত, মনোভাব জানা যায়। মাঠ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী নীতিনির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কাজেই সচিবালয় কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫। কর্মকর্তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বয় বৃদ্ধিঃ

সিনিয়র কর্মকর্তাগণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আবার যুগের বিকাশে নবীনেরাও অনেক বিষয়ে পারদর্শী। প্রশাসনের প্রাচীন ধারার আদেশ নির্দেশ প্রদান এবং প্রতিপালনের পরিবর্তে যথাযথ শ্রদ্ধা সম্মান, বিনয়, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে নবীন প্রবীনের কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হলে প্রত্যেকের অবদান রাখার সুযোগ যেমন সৃষ্টি হবে, তেমনি কাজের প্রক্রিয়াও হবে অনেক বেশি গতিশীল।

৬। প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণঃ

জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রশিক্ষণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের সাথে কর্মকর্তাদের পরিচিতি বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। এ ধরনের প্রশিক্ষণে সকল কর্মকর্তা সমান পরদর্শী নন। পারদর্শিতা বা ধারনার মানদন্ড অনুযায়ী গ্রেডিং করে ব্যাচভিত্তিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিজ নিজ কর্মস্থলে দিবসের একটি নির্দিষ্ট সময়েও এই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেশী-বিদেশী সকল প্রশিক্ষনেই কর্মকর্তাদের যথাসম্ভব সমতাভিত্তিক সুযোগ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।।

৭। সেবা সহজীকরণ (Service Simplification)

সচিবালয় নির্দেশিকায় কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা বর্ণিত আছে। সচিবালয় নির্দেশিকা ছাড়াও প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের কোন্ কাজ কতদিনে কার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে তা সুনির্দিষ্টকরণ করা যায়। কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় Service Simplification এর ধাপ নির্ণয় সময়ে সময়ে নবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহারঃ

সচিবালয়ে পদ সৃজন, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় উত্থাপিত হলেই বিভিন্ন মহল বিষয়টিকে "আমলাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি" হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন সুপারিশে সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ধিত জনসাধারণের সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, সময়াবদ্ধভাবে কাজ সম্পন্নকরণ, সচিবালয়ের কর্মপদ্ধতির মান উন্নতকরণ, উন্নততর নীতিনির্ধারণ ও নীতি প্রণয়নে সহায়ক শক্তিতে মেধা আকর্ষণ, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখার জন্য ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভাবমুর্তি সমুন্নত রাখা ইত্যাদি প্রয়োজনেই সচিবালয় বিষয়ক প্রযোজ্য সংস্কারের চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনার প্রতিফলন যথার্থই প্রয়োজন।

বদলে যাব বদলে দিব...

এম মোনওয়ারুল করিম তালুকদার
কমন্ডার, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

মিজান ভাই আমার গ্রামের একই মহল্লার একজন বড় ভাই। মানবিক গুনাবলীর কোন কমতি নেই। সকলের প্রিয় পাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন। শুধু নাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। তাতে কি আসে যায়। **Media, Internet** এর যুগে জ্ঞান অর্জনে কোন বাধা নেই। তবে সব সময় আফসোস করে "কেন যে লেখাপড়া করলাম না"। কাকেইবা দায়ী করব। সম্ভ্রান্ত পরিবার এর দুই ভাই এর ছোট সে। বড় ভাই পড়াশুনা না করে মালয়েশিয়া পাড়ি দিয়েছে। মিজান ভাই এর মেধার কমতি ছিল না। বাবা অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বগুড়া জিলা ইসকুলে ৫ম শ্রেনীতে ভর্তি করেছিল। মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন মানি অর্ডার করে। মাসের ৫ তারিখ পার হত না কখনো একবার ১০ তারিখ পার হয়ে যায় তবু টাকার খবর নেই। গাট্টি বোজকা বেধে শোজা বাড়ীতে হাজির। সবাইকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। একদম পড়াশুনা আর করবেন না। সেদিন মনে মনে বলেছেন সবাইকে এক হাত দেখিয়ে দিলাম। বাবা আজ নেই। আফসোস হয় তখন যদি মোবাইল থাকত তাহলে বাড়ীর সংঙ্গে আলাপ করলে সমস্যার সমাধান হত। আসলে সংলাপের কোন বিকল্প নেই। মিজান ভাই প্রকৃতই একজন সুনাগরীক। জ্ঞান, মেধার কোন কমতি নেই সত্যই আমি মুগ্ধ।প্রতিদিন কথা হয় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। আজ পর্যন্ত কোন বিশ্লেষন ভুল হতে দেখিনি।

এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম মিজান ভাই এর কথোপকথন রেকর্ড করে তা লিখে পত্রিকায় পাঠাব। ছাপা হবে কি না তা পরের বিষয়। এখনত অনেকরকম মাধ্যম আছে তাই চেষ্টা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাছাড়া, এখন রেকর্ড করাও সহজ, মোবাইল আছে না!

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

বিকেল বেলা তালোড়া রেল ষ্টেশনের পাশে মোতালেবের ছাপড়া চায়ের দোকানে এসে রং চা অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি দু'দিন যাবৎ বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, মাঠে পাকা সরিষা ও আলুর বেশ ক্ষতি। সব সময় কৃষকরাই বিপদে। এদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তবে বৃষ্টি বাদল, রোদ, খড়া যাই হোক মিজান ভাইয়ের ষ্টেশনে বিকেলের আসার মিস নেই। বাড়ি থেকে ষ্টেশন প্রায় দেড় কিলোমিটার, ভ্যানে চরলে দশ মিনিটের পাকা রাস্তা। ষ্টেশনে পৌছে মিজান ভাই দেখতে পেল অস্থায়ী চা স্টলের স্থানে পাথরের স্তুপ। দুর থেকে মিজান ভাইকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলাম মিজান ভাই এদিকে আসেন্। বললাম এবার এলাকায় পেপার মিল হবে। মিজান ভাই বেশ উদ্‌বেলিত। এলাকায় ক্রমবর্ধমান উন্নতির ছোয়া। ইউনিয়ন থেকে পৌরসভা, একাধিক অটো রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল, জুটমিল এবার পেপার মিল। এতো কর্মসংস্থান ভাবতেই অবাক লাগে। তবে তোমরা যাই বল ভাই একটি বিষয় কিন্তু আমাদের ভাবতেই হবে তা হলো এই এলাকার পরিবেশ রক্ষা করা। যারা শিল্পায়ন করছেন আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তারা যেন পরিবেশের ক্ষতির প্রতি খেয়াল রাখে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজে ইন্ডাষ্ট্রি বা কলকারখানা থেকে যে বর্জ বা দূষিত পদার্থ বের হয় তা শোধন করা যায় এবং পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। এতে হয়তো খরচ সামান্য কিছু বাড়বে। আমার বিশ্বাস যারা সম্পদশালী তারা বিষয়টি বিবেচনায় রাখবে। মিজান ভাই বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলবেল কি? উদাহরণস্বরূপ

বলা যায় আমাদের উপজেলায় যে পেপার মিল আছে তার বর্জ আমাদের নদীতে যায়। তোমাদের মনে আছে একবার এই নদীর সব মাছ মরে ভেসে উঠলো। আমরা কেউ এর প্রতিবাদ করিনি। আমাদের নদীর অবস্থা বিবেচনা কর। ছাই আর কালো পানি। আমরা সকলে মিলে কি এই নদীকে রক্ষা করতে পারি না? বিশ্বজুড়ে এত শিল্পায়ন হওয়া সত্ত্বেও যদি তারা নদী, নালা, খাল-বিল রক্ষা করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দিতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না? কেন পারবোনা আমাদের প্রিয় ছোট নাদীকে রক্ষা করতে? সামনে আসছে বৈশাখ মাস। আমরা দেখতে চাই সেই নদী যা আমাদের কবির লেখায় জেনেছি " আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাটুজল থাকে।" মিজান ভাই এ বিষয়ে তো পরিবেশ অধিদপ্তর আছে তারা কেন কিছু বলে না? শোন পরিবেশ অধিদপ্তর কিছু করে না কথাটি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের দোহাই দিয়ে আমরা আমাদের দায় এড়াতে পারি না। কথাটি হয়তো বড় শুনাবে তবে না বলে পরছি না। ইংরেজীতে যাকে বলে **"Sustainable World"** অর্থাৎ বলতে পার আমরা বাসযোগ্য এই পৃথিবীকে কিভাবে পেয়েছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিভাবে হস্তান্তর করলাম। আমার বিনীত অনুরোধ আমরা যেন সকলের অবস্থান থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ রক্ষার অবদান রেখে যেতে পারি।

মুক্ত হতে জ্যাম, একটুখানি ব্যায়াম

ভূজঙ্গাসনে, আমরা ক'জনে ....

টেনশনে আছি, মরি আর বাঁচি, জিতবোই খেলা এ বিকেল বেলা

বিকাল বেলায় মেতেছি খেলায় ...

খোল টাই আজ, চলো করি কাজ

বিপিএটিসি : যেখানে শিখেছি অনেক কিছু ......

ক্লাশের বিরতি, চা পান করে শরীর চাঙ্গা করি....

খাদ্যের টেবিলে আছি মিলে ঝিলে-

শ্রেণী কক্ষ : জ্ঞানের অন্বেষায় ....

শ্রেণী কক্ষ : জ্ঞানের তৃষ্ণায় ....

শ্রেণী কক্ষ : জ্ঞানের ধ্যানে ....

বিপিএটিসি লাইব্রেরি : জ্ঞানের নেশায়, সৃজনের ভাবনায় .....

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৪তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. অলিউল্লাহ

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৪ উপলক্ষে এ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করছেন মোঃ হেমায়েৎ হুসেন

এসএমই গ্রুপ : ক্ষুধামুক্ত দেশ, গড়তেই এই সমাবেশ

স্বাস্থ্য গ্রুপ : স্বাস্থ্যের ভাবনা, আর না আর না

কৃষি গ্রুপ : উন্নত কৃষি, ভাবি দিবা নিশি

ভূমি গ্রুপ : জমির জটিলতা নিরসনে বদ্ধপরিকর

শিক্ষা গ্রুপ : শিক্ষাই যাদের ধ্যান জ্ঞান, বাড়াতে হবে মান

আইসিটি গ্রুপ : রুখতে হলে অপশাসন, নিত্য নতুন ইনোভেশন

৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)

প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল ও ইমেইল

Sl. No	Name & Designation	Mobile	E-mail Address
01.	**Md. Laisur Rahman** Deputy Secretary M/o Information	01712242445	laisur@yahoo.com
02.	**Mohammed Zaker Hossain** Secretary (Deputy Secretary) Bangladesh Tea Board, Chittagong	01720811986	mohammedzekerhossain@gmail.com
03.	**Md. Harun-or Rashid Mollah** Adl. Director (Admin) BTV, Dhaka Center, Rampura, Dhaka	01711966019	harun_171965@yahoo.com
04.	**Jillur Rahim Shahriar** Deputy Secretary M/o Housing & Public Works	01199315360	jrshahriar@gmail.com
05.	**Md. Zahidul Islam** Deputy Secretary M/o Land	01716886471	zahid5989@yahoo.com
06.	**Md. Oliullah** Deputy Secretary M/o Education	01745707209	ullah_oli@yahoo.com
07.	**Dr. Md. Mohiuddin** Deputy Secretary M/o Environment and Forest	01817766851	dr.mohiuddin2011@gmail.com
08.	**Md. A. Awal Howlader** Deputy Director (Deputy Secretary) Department of Disaster Management	01783666130	awalhawlader@gmail.com
09.	**A.T.M. Siddiqur Rahman** Deputy Secretary M/o Environment & Forests	01753499460	mukut5711@gmail.com
10.	**Md. Nayeb Ali Mondal** Deputy Secretary M/o Civil Aviation and Tourism	01711197669	nayebalimondal@gmail.com
11.	**Dipak Ranjan Adhikary** Deputy Director Local Govt. (DS),Rajshahi	01718686166	dipak5775@yahoo.com
12.	**Syed Rabiul Alam** Deputy Director (DS), DNCRP, Khulna (M/o Commerce)	01711933160	sohelalam65@gmail.com
13.	**Dr. Md. Bashirul Alam** Chief Estate Officer (DS) Bangladesh Railway, Railbhaban Rajshahi	01715782602	bashir5906@yahoo.com
14.	**Md. Jahangir Hossain** Deputy Secretary CPEIMU, M/o Primary & Mess Education	01710859908	cpeimu2011@gmail.com
15.	**Md. Nabirul Islam** Deputy Secretary (Project Director) Department of Youth Development ; M/o Youth & Sports	01715008460	bulbul.npbd@yahoo.com
16.	**A.H.M. Shafiquzzaman** Deputy Secretary M/o Commerce	01711734225	sqzamanp@yahoo.com
17.	**Md. Saidur Rahman** Director (Deputy Secretary) Anti Corruption Commission	01727271180	saidur5947@yahoo.com
18.	**Hossain Ali Khondoker** Deputy Director (DS) RPATC, Khulna	01712100645	hossainali5951@gmail.com

Sl. No	Name & Designation	Mobile	E-mail Address
19.	**Md. Mushfiqur Rahman** Deputy Secretary M/o Cultural Affairs	01711972330	mrahman5993@gmail.com
20.	**Prodip Kumar Saha** Deputy Secretary Statistics and Informatics Division; M/o Planning	01712259781	pkshaha60@gmail.com
21.	**Md. Jayedul Islam** Secretary (Deputy Secretary) Bangladesh Sericulture Dev. Board Rajshahi	01715138137	rehpt5@gmail.com
22.	**Dr. Md. Sha Alam** Deputy Managing Director (Deputy Secretary); Rajshahi WASA	01712674881	alamchunnu@yahoo.com
23.	**Dr. Md. Ruhul Amin** Director (Deputy Secretary)	01712173969	ruhuldae@gmail.com
24.	**Md. Golam Mostafa** Project Director (Deputy Secretary) Directorate General of Food; M/o Food	01817504015	mostafa7527@gmail.com
25.	**Farooq Ahmed** Deputy Director (Deputy Secretary) Export Promotion Bureau	01715499177	farooq123ahmed@gmail.com
26.	**A.B.M. Badiuzzaman** Deputy Secretary MoPA	01558301031	abmbzaman@gmail.com
27.	**A KM Ghulam Kibria** Wing Commander BAF	01716721389	kibriaslk@yahoo.com
28.	**M Monowarul Karim Talukder** Commander, BN Bangladesh Navy	01713332343/ 01769726960	karimtaluk@gmail.com
29.	**A K M Ali Ahad Khan** Director (DS) Jatio Muktijodha Council	01686710100	ahad_10bcs@yahoo.com
30.	**Md. Hemayet Hussain** Deputy Secretary M/o Agriculture	01711784979	mhh1863@gmail.com

Course Management

Sl. No	Name & Designation	Mobile	E-mail Address
01.	**Ferdous Akhter** MDS (M&PA) & Course Advisor	01911-047636	ferdousakhter7291@gmail.com
02.	**Mr. AKM Enamul Haque** Director (Q&M) & Course Director	01815-409090	haq3958@yahoo.com
03.	**A.F.M. Amir Hussain** Deputy Director & Course Coordinator	01712-836525	amirbirmingham@yahoo.com
04.	**Tanjur Ahmed Joarder** Assistant Programmer & Course Coordinator	01712-543033	ta.joarder@gmail.com

The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Education

Board of Intermediate and Secondary Education, Jessore

Nation's first Digital Education Board

Services that Jessore Education Board provides online --

- Online Student Registration and Examinee selection
- Centre information of JSC, SSC & HSC Exams.
- Daily Students' Attendance & eTC
- Results of JSC, SSC & HSC Exams.
- Half-yearly & Final Exam Reports of Class VI-X
- Information of Teachers under Jessore Board
- Institution Ranking
- One-Stop Service
- All letters/orders/circulars from JB
- Online application for any document
- Appointment of Examiner/Head Examiner
- Online document verification

Visit www.jessoreboard.gov.bd

বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন

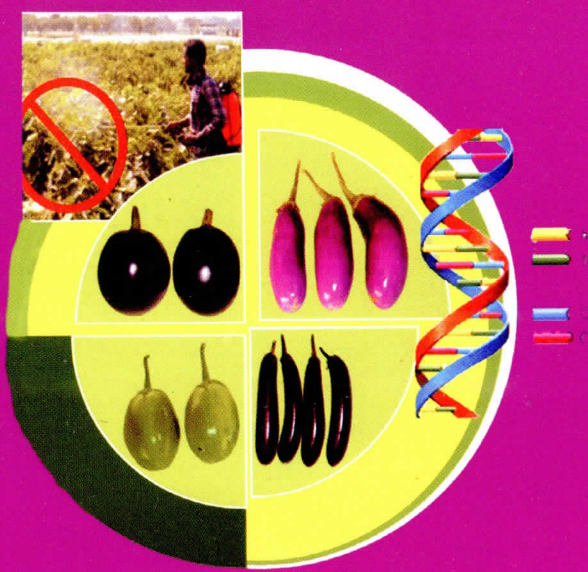

Bt বেগুনের সুবিধা :

১. বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন থেকে বেগুনকে রক্ষা করে ।
২. উদ্ভাবিত Bt বেগুন এর জাত সমুহ হাইব্রিড না হওয়ায় নিজেদের বীজ কৃষকরা নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারে ।
৩. কোন একক বীজ কেম্পানীর কাছে প্রতি বছর বীজ কেনার জন্য দারস্থ হতে হয় না ।
৪. কিটনাশক ব্যবহার সীমিত হওয়ায় পরিবেশ দুষন হবে না ।

বৈশিষ্টাবলী	বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা)	বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা)	বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা)	বারি বিটি বেগুন-৪ (ISD006)
গাছের বৃদ্ধির ধরণ	ছড়ানো	ছড়ানো	মধ্যম খাড়া	মধ্যম খাড়া
গাছের উচ্চতা (সেমি)	৭০-৮০	৬৫-৭৫	১১০-১২০	১০০০-১১০
ফল ধরার ধরণ	গুচ্ছকারে	গুচ্ছাকারে	একক	একক
ফলের বুটার রং	বাদামী	বাদামী	সবুজাভ বাদামী	বাদামী
ফলের আকার আকৃতি	Elliptical	সিলিন্ডারাকৃতি	গোল	ডিম্বাকৃতি
ফলের রং	গোলাপী	কালচে-বেগুনী	কালচে-বেগুনী	সবুজ
প্রতি ফলের গড় ওজন (গ্রাম):	৬০-৭০	৭৫-৮৫	১২০-১৩০	২০০-২৩০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	৫০-৫৫	৪৫-৫০	৪০-৪৫	৩৪-৪০

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর ১৭০১

রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
(রাজশাহী ওয়াসা)

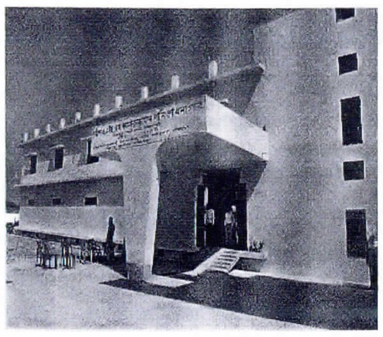

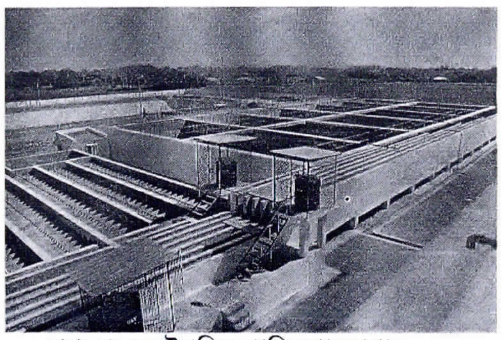

শ্যামপুর ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার

রাজশাহী নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ

- ✓ গোসল, কাপড় ও থালা-বাসন পরিস্কারসহ দৈনন্দিন কাজে সীমিত পানি ব্যবহার করুণ। এ সময় অহেতুক ট্যাপ খুলে রেখে পানির অপচয় করবেন না।
- ✓ পানির মেইন পাইপ লাইন হতে বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে সরাসরি পানি গ্রহণে বিরত থাকুন।
- ✓ আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের প্রবনতা প্রতিবেশীকে পানি ব্যবহার হতে বঞ্চিত করছে।
- ✓ পানির বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষে পানির অভিযান চলছে, সম্মানিত পানির গ্রাহকবৃন্দকে বকেয়াসহ হালনাগাদ পানির বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নিয়মিত পানির বিল পরিশোধ করুণ, অনাকাংখিত ঘটনা এড়িয়ে চলুন।

রাজশাহী পানি সবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ
রাজশাহী ওয়াসা
আহম্মদ নগর, সপুরা, রাজশাহী।

মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

৯৪তম "উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স" এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর পক্ষ হতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রফেসর মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর।

(মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

“৯৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স” এ অংশগ্রহণকারী প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের উপ-সচিব/সমমান পদের কর্মকর্তাগণের পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীর পক্ষ থেকে স্মরণিকা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মময় জীবনের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে-

(প্রফেসর মো. আব্দুর রউফ মিয়া)
সচিব ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

পতিত জমি কাজে লাগান
রেশম চাষে ফলন বাড়ান
বেশী করে রেশম চাষ করুন
গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখুন
রেশম চাষকে সমৃদ্ধ করার এখনই সময়
দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী হোক রেশম চাষ
রেশম চাষকে সমৃদ্ধ করার এখনই সময়
বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া
রেশম চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী
অল্প বিনিয়োগ স্বল্প জায়গায় ও কম পরিশ্রমে
রেশম চাষে লাভবান হওয়া যায়
রেশমের ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসুন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
টেলিঃ 880-721-775816, ফ্যাক্সঃ 880-721-773592 ওয়েবঃ www.bsb.gov.bd

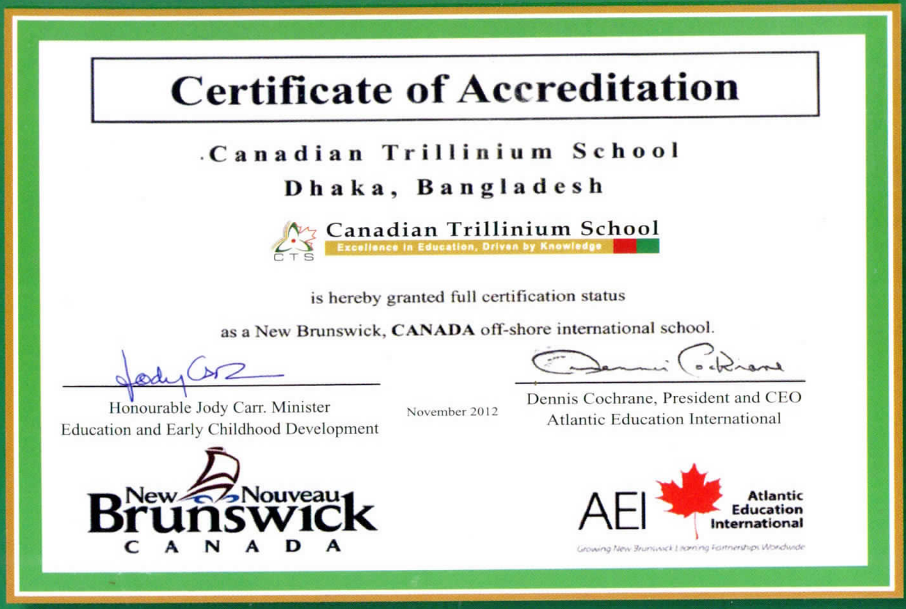

Certificate of Accreditation

Canadian Trillinium School
Dhaka, Bangladesh

Canadian Trillinium School
Excellence in Education, Driven by Knowledge

is hereby granted full certification status

as a New Brunswick, **CANADA** off-shore international school.

Honourable Jody Carr, Minister
Education and Early Childhood Development

November 2012

Dennis Cochrane, President and CEO
Atlantic Education International

New Nouveau Brunswick CANADA

AEI Atlantic Education International

Canadian Trillinium School

Excellence in Education, Driven by Knowledge

CTS

Cell:01756 444 443, www.cts.edu.bd

CANADA

Providing a Passport to a Brighter Future!

- Canadian Certified Teachers and Administration
- Option to study one high school semester in Canada
- Canadian High School Diploma
- Pre-kindergarten to grade 12
- Canadian Accredited School
- Open to all nationalities
- Canadian Partnership
- Canadian Curriculum
- Canadian Resources

Meet with our Canadian Faculty

House # 7, Road # 62, Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88-02-882 3958, Fax: +88-02-882 3153, E-mail : contact@cts.edu.bd, info@cts.edu.bd

www.cts.edu.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)

সাভার, ঢাকা